গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)-এর মুখপত্র

অধিকার

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৪ বিনিময় : ১৫ টাকা

এই সংখ্যায় রয়েছে—

- এপিডিআর-এর প্রেস বিবৃতি / পৃ. ২
- গ্যাস চেম্বারে পরিণত দিল্লী / পৃ. ৩
- আমার ভারত ওদের ভাষ্য (৯ম কিস্তি) / পৃ. ৬
- দিশাহীন বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন / পৃ. ৭
- এন আই এ-এর অনৈতিক অভিযান / পৃ.১০
- ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপ / পৃ. ১১
- প্রতিবেদন / পৃ. ১৩
- তথ্যানুসন্ধান / পৃ. ১৪-২৫ এবং ৩২
- রিপোর্ট / পৃ. ২৫-৩২

সম্পাদনা : পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি,
১৮ নং মদন বড়াল লেন, কলকাতা-১২ এর পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক : রঞ্জিত শূর (8017437302)
কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।
E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

সম্পাদকীয়

সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হওয়া জরুরি

কোনও দেশে ধর্মীয় বা ভাষিক সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায় সে দেশের সরকারের। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি প্রতিবেশি বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন মহম্মদ ইউনুস সরকারের ব্যর্থতা ক্রমশই প্রকট হচ্ছে। অন্যদিকে, নিজেদের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষার জন্য রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করলে সংখ্যালঘুদের উপর নামানো হচ্ছে দমনপীড়ন। এমন-কী রাষ্ট্রদ্রোহের মামলাও দেওয়া হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে রাজধর্ম পালনের দাবি জানাচ্ছি। শুধু বিবৃতিতে নয়, জাতিধর্ম নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতই বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে রক্ষা করুক মহম্মদ ইউনুস সরকার।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর সাম্প্রতিক হামলাগুলিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলে চলবে না। কারণ, বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিটি দেশের প্রতিটি ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষত প্রতিবেশী দেশগুলিতে তার তীব্র প্রভাব পড়তে বাধ্য। ফেসবুক, এক্সের মত আন্তর্জাতিক সমাজ মাধ্যমগুলি এ-ব্যাপারে দ্রুত ও তীব্র প্রভাব বিস্তার করে। ফলে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি হয় প্রতিবেশী দেশগুলিতেও। আমাদের আশঙ্কা ইউনুস সরকার বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে না-পারলে ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তি তার পূর্ণ সুযোগ নেবে। বিশেষত পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে, প্রভাব বাড়িয়ে নিজেদের ভোটবাক্স ভরার চেষ্টা করবে। সকলেরই তাই এব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। এটা ঠিকই বাংলাদেশের ঘটনাবলীর পিছনে কোনও-না-কোনও দেশের রাষ্ট্রীয় এজেন্সির ইন্ধন বা সরাসরি ভূমিকা থাকতে পারে। বাংলাদেশের ঘোলাজলে কেউ মাছ ধরতে চাইতেই পারে। কিন্তু নিজের দেশের মানুষকে অন্য দেশের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষার দায়িত্বও সে-দেশের

সরকারের। সেটা না-পারাটা তার অপদার্থতা। অন্যদেশ গোলমাল তৈরীর চেষ্টা করছে বললে সেটা নেহাত নিজের পিঠ বাঁচানোর অজুহাতের মতই শোনাবে। বিশেষ লাভ হবে না, তাতে। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশকেই রক্ষা করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের বিবৃতি ও ভারতের প্রধান শাসক দল বিজেপির ভূমিকা আমাদের নজরে এসেছে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়ন নিয়ে ভারত সরকার বা শাসকদল বিজেপি -আরএসএস এর কোনও কিছু বলার নৈতিক অধিকারই নেই। ভারতে সংখ্যালঘুদের উপরে লাগাতার নিপীড়ন চলছে। মাত্র ক'দিন আগেই উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে ৬ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে গুলি করে মেরেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। আবু বকর, ওমর খালিদ সহ অসংখ্য সংখ্যালঘু রাজনৈতিক নেতা ও সমাজকর্মীকে বছরের পর বছর জেলে পুরে রাখা হয়েছে। ওবিসি রিজার্ভেশন কেড়ে নিয়ে, ওয়াকফ বিল এনে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরী করে সংখ্যালঘুদের বহু অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে।

বুলডোজার দিয়ে উত্তরপ্রদেশ, আসামে হাজার হাজার সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়ি-ঘর ভেঙে নিরাশ্রয় করা হয়েছে। মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ কারও জান-মাল নিরাপদ নয় আজকের ভারতে। হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রবল বাসনায় কণ্ঠরোধ ও সম্পত্তি হরণ চলছে সংখ্যালঘুদের। প্রকৃত বহুত্ববাদীরা আজ চরমভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে। ভারত সরকারের বিবৃতিতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মতপ্রকাশের অধিকার রক্ষার কথা মায়াকান্না ছাড়া কিছুই নয়। ভারত সরকারের চরম দ্বি-চারিতার প্রকাশ ঐ বিবৃতি। নিজেদেশে সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে অন্যদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য সমানাধিকার চাওয়ার কোনও নৈতিক অধিকার নেই মোদি সরকারের। এটা মিথ্যাচার, ভণ্ডামি। দ্বি-চারিতা। বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারের, অন্যায় হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরীর অপপ্রয়াস। এর বিরুদ্ধে দুই দেশের সচেতন মানুষকেই সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও'! নিজের দেশে সংখ্যালঘু নিপীড়ন বন্ধ করুক ভারত সরকার।

আমরা ভরসা রাখতে চাই দুই দেশের সাধারণ মানুষের উপর। ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের কাছে, বিশেষত, সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সর্বতো ভাবে সচেষ্ট হোন। কোনও দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কোনও সুযোগ নিতে দেবেন না।

এপিডিআর-এর প্রেস বিবৃতি

আমাদের নজরে এসেছে কিছু ব্যক্তি এপিডিআর সংগঠনের নাম, ঠিকানা, ব্যানার ও লেটার হেড ব্যবহার করে নানাবিধ কার্যকলাপ চালাচ্ছে। প্রেস বিবৃতি জারি করছে। এদের মধ্যে কয়েকজন এপিডিআর এর প্রাক্তন সদস্য থাকায় কেউ কেউ এদের প্রকৃতই এপিডিআর বলে ভুল করছেন। সকল নাগরিকদের আমরা একথা পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই, এপিডিআর এর সঙ্গে এসব লোকজনের কোন সম্পর্ক নেই। এরা এপিডিআর এর কেউ নয়। কেউ যদি এদের সঙ্গে কোন রকম কার্যকলাপে যুক্ত হোন তবে তা হবেন সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে। এপিডিআর তার কোন দায়দায়িত্ব নেবে না। রাজ্যবাসীকে এবিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব, তাই আমরা সকলকে জানালাম।

১৯৭২ সাল থেকে কর্মরত এপিডিআর নামে একটিই সংগঠন আছে। গত ২রা এবং ৩রা মার্চ ২০২৪ মালদায় অনুষ্ঠিত ২৯তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে নির্বাচিত সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমানে এপিডিআর সংগঠন পরিচালনার দায়িত্বে। ১৯৭২ সালে গঠিত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, যা এপিডিআর নামে বহুল পরিচিত, সেই এপিডিআর-এর গৌরবময় সংগ্রামী ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করার যে কোন অপচেষ্টাকে প্রতিহত করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। এপিডিআর এর গৌরবময় ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে এবং সংগঠন ও সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

শুভেচ্ছা সহকারে,

বাপি সেনগুপ্ত	রঞ্জিত শূর
সভাপতি	*সাধারণ সম্পাদক*

গ্যাসচেম্বারে পরিণত দিল্লি

সন্তোষ সেন

দেশের বায়ুদূষণ মোকাবিলায় কিছু আপৎকালীন ব্যবস্থা নয়; প্রকৃতিমুখীন ভাবনায় জারিত হওয়ার সময় এসেছে।

দেওয়ালির পর থেকেই রাজধানী দিল্লির বুকে বাতাসের দূষণ মাত্রাছাড়া ঊর্ধ্বগামী হচ্ছিল। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) ৪০০'র গণ্ডি পেরিয়ে ৫০০। ৫০০ ছাড়িয়ে ৬০০-৭০০পৌছে যাচ্ছে। ঊর্ধ্বগামী বায়ুদূষণের সূচক সমস্ত বিপদসীমা অতিক্রম করে ১৮ই নভেম্বর, '২৪-এ। দিল্লির বেশ কিছু এলাকায় দূষণ সূচক ছুঁয়ে ফেলল ১৫০০'র ঘর। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভয়াবহ দূষণের অর্থ দিল্লির বাতাস একদিন ফুসফুস প্রবেশ করা মানে দিনে ৭৫টি সিগারেট খাওয়ার সমতুল্য। প্রাইমারি স্কুল আগেই বন্ধ করা হয়েছিল। ধাপে-ধাপে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ক্লাসের পঠন-পাঠন অনলাইনে করার ব্যবস্থা হল। অফিসের টাইম অদল-বদল করা হয়েছে। যাতে, অফিসের নির্দিষ্ট সময়ে একই সাথে প্রচুর গাড়ি রাস্তায় না-বেরোয়। গাড়ির চাপ কমানোর পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। অনেক অফিসেই ৫০ শতাংশ কর্ম্মচারী নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। দৃশ্যমানতা কম থাকার জন্য বিমান ওঠা-নামায় অস্বাভিক দেরি হচ্ছে। ট্রেন চলছে অনেক দেরিতে।

এইসবই হওয়ার ছিল। প্রকৃতির উপর অত্যাচার ক্রমশ বাড়িয়ে চললে তার কুফল শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে মানুষের ঘাড়েই। এই চরম সত্য আর কবে বুঝবে মান-হুঁশ সম্পন্ন মানুষ? না-কী অর্থের বলে বলিয়ান মানুষ প্রকৃতির নিস্পেষণ বাড়িয়েই চলবে? অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা জানিয়েছেন, ''নাগরিকের দূষণমুক্ত পরিবেশে বাস করার অধিকার নিশ্চিত করা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সাংবিধানিক দায়িত্ব।''

অন্যদিকে, ১৫ নভেম্বর, '২৪ পাকিস্তানের লাহোরে বাতাসের গুণমান ছিল প্রায় ১৬০০। মুলতান সহ অধিকাংশ শহরের সূচক ছিল হাজারের ওপর। ফলে মাত্র একদিনে লাহোরে শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছেন বা ক্লিনিকে গেছেন কম করে ১৫ হাজার মানুষ। ঘরে-ঘরে শুকনো কাশি, নিউমোনিয়া, ফুসফুসে সংক্রমণের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। মানুষের নাজেহাল অবস্থা। লাহোরে সমস্ত বিয়েবাড়ি একমাস বন্ধ রাখা হল। কারণ, বিয়েবাড়ি মানেই মহা ধূমধামে বাজি পোড়ানো। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে দূষণের মাত্রা অনেকটাই কমেছে।

দিল্লির অবস্থাও তথৈবচ। ধোঁয়াশার ঘন চাদরে ঢাকা পড়েছে পুরো দিল্লি। সর্দি কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, চোখ জ্বালা করা এবং ফুসফুসের অসুখও বাড়ছে। মানুষ দৌড়াচ্ছেন ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে। কার্যত গ্যাসচেম্বারে পরিণত পুরো দিল্লি শহর।

সীমান্তবর্তী রাজ্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে ফসলের গোড়া পোড়ানো বা ক্রপ বার্নিংকে দিল্লির দূষণের অন্যতম ভিলেন হিসেবে হাজির করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। এটিকে অর্ধসত্য বললেও অনেক বেশী করে বলা হয়। ফসলের গোড়া জ্বালিয়ে দেওয়ার ফলে বাতাসে দূষণের মাত্রা কিছুটা বাড়ে ঠিকই। কিন্তু এটা-তো হয় বছরে একবারই নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। তাহলে প্রতি বছর একটা বড় সময় জুড়ে দূষণের জ্বালায় কেন নাজেহাল হন দিল্লিবাসী? দিল্লি শহরটি দিন-দিন কেন বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে? কারণ অনেক।

দিল্লি, গুরগাঁও, কলকাতা, হাওড়ার মতো শহরগুলোতে চলা-চল করে অসংখ্য ব্যক্তিগত গাড়ি। গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, নির্মাণকাজের ধূলো ও দূষিত কণা এবং (পার্টিকুলেট ম্যাটার) পিএম-২.৫ বাতাসকে ভয়াবহভাবে দূষিত করে। পার্টিকুলেট ম্যাটার হল কঠিন এবং তরল কণার মিশ্রণ যা বাতাসে ভাসমান থাকে। ব্যাস অনুযায়ী এগুলিকে মোটা, সূক্ষ্ম এবং অতি সূক্ষ্ম ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। মোটা কণার ব্যাস ২.৫ মাইক্রোমিটারের বেশী এবং ১০ মাইক্রোমিটারের মধ্যে হয়। যেমন ধূলিকণা, ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়ো, পরাগ রেণু, ইত্যাদি। তার মধ্যে ২.৫ মাইক্রোমিটারের কম কণা হল পিএম-২.৫ (যা মানুষের চুলের চেয়ে ১০০ গুণেরও বেশী পাতলা)। এই কণাগুলি দীর্ঘ সময় ধরে বাতাসে মিশে থাকতে পারে, ভূপৃষ্ঠে থিতিয়ে যায় না। বায়ুবাহিত পার্টিকুলেট ম্যাটার (PM) এককভাবে কিন্তু দূষণকারী নয়। অনেক রাসায়নিক প্রজাতির মিশ্রণের ফলে দূষণ মাত্রাতিরিক্ত হয়। এটি কঠিন পদার্থ এবং অ্যারোসলের একটি জটিল মিশ্রণ। যা' তরলের ছোট-ছোট ফোঁটা, শুকনো কঠিন টুকরো এবং তরল আবরণ সহ কঠিন কোর দ্বারা গঠিত। নানান মিশ্রণের ফলে কণার আকার, আকৃতি এবং রাসায়নিক গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এতে মেশে অজৈব আয়ন, কার্বন, ধাতব যৌগ, জৈব যৌগ এবং পৃথিবীর ভু-ত্বকের নানান যৌগ। পার্টিকুলেট ম্যাটার-১০ শ্বাসবায়ুর সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। PM-১০ এবং PM-২.৫

প্রায়শই বিভিন্ন নির্গমন উৎস থেকে উদ্ভূত হয়। গ্যাসোলিন, তেল, জীবাশ্ম জ্বালানি বা কাঠের দহন থেকে বাতাসে মেশে PM-২.৫। এরসাথে PM-১০ এর একটি উল্লেখযোগ্য অনুপাতও মিশে থাকে। অন্যদিকে ঞ্চঞ্চ-১০ এর উৎস স্থল হল নির্মাণকাজ, ল্যান্ডফিল, কৃষিকাজ, দাবানল এবং বর্জ্য পোড়ানো, শিল্প কারখানা থেকে নির্গমিত দূষিত কণা। এর সাথে থাকে খোলা জমি থেকে বাতাসে প্রবাহিত ধূলো, পরাগ এবং ব্যাকটেরিয়ার টুকরো। পার্টিকুলেট ম্যাটার সরাসরি উৎস (প্রাথমিক কণা) থেকে নির্গত হতে পারে অথবা সালফার ডাই অক্সাইড,নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং কিছু জৈব যৌগের থেকেও সেকেন্ডারি কণা হিসেবে বাতাসে মিশে ব্যাপক দূষণ সৃষ্টি করে।

শিল্প কারখানার বিষাক্ত ভারী ধোঁয়া পরিশোধিত না-করেই নির্বিবাদে বাতাসে মিশিয়ে দেওয়া হয়। মুনাফা বাড়ানোর তাগিদে অধিকাংশ কারখানার মালিক বিষ-ধোঁয়া শোধন করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র বসানো থেকে বিরত থাকেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, দিল্লির এনসিআর এলাকায় অসংখ্য তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধূলো ধোঁয়া আর দূষিত কয়লার কণা প্রতি মুহূর্তে মিশে যাচ্ছে বাতাসে। Center for research and clean air-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ,দিল্লির তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি যে দূষণ ছড়ায় তা' চাষীদের খড় পোড়ানোর থেকে ১৬ গুণ বেশি। অন্য একটি তথ্য বলছে, কৃষকদের ৮৯০ লক্ষ টন খড় পোড়ানোর ফলে ১৭.৮ কিলো টন দূষণ ছড়ায়। অন্যদিকে ২০২২ সালের জুন থেকে ২০২৩-এর মে পর্যন্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে দিল্লির বাতাসে ২৮১ কিলো টন সালফার-ডাই- অক্সাইড মিশেছে। বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার সিমুলেশন করে দেখিয়েছেন, ক্রপ বার্নিং না হলেও দিল্লির গড় দূষণ সূচক থাকবে ৩০৭। আর ফসলের অবশেষ পোড়ানোর ফলে তা' বেড়ে হয় মাত্র ৩৬১। আইআইটি কানপুর, আইআইটি দিল্লি, TERI নিউ দিল্লি, এবং Airshed কানপুর-এর বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন, দিল্লির প্রচন্ড গাড়ির চাপজনিত দূষণের পরিমাণ মোট দূষণের ৫৮ শতাংশ, কয়লা এবং ফ্লাই অ্যাশ যোগান দেয় ১৪ শতাংশ , পৌরসভার কঠিন বর্জ্য থেকে আসে ৬ শতাংশ এবং অন্যান্য সমস্ত কারণে বাকি ২২শতাংশ (দ্যা হিন্দু, ২২ নভেম্বর ২০২৪)। পাঠক বুঝতেই পারছেন আসল দোষী কোথায় লুকিয়ে আছে।

সরকার পুলিশ প্রশাসন সব দেখেশুনেও নির্বিকার। মালিক পক্ষকে ঘাঁটাতে চায় না কোনও সরকার বা রাজনৈতিক দল। সব দায় এসে পড়ে আম আদমির ঘাড়ে। শহরের জঞ্জালের পাহাড়, এমন-কী প্লাস্টিক পোড়ানো চলে নির্বিচারে। বিষাক্ত কালো ধোঁয়া ঢেকে দেয় আকাশ, বাতাস। 'উন্নত' শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ হল-না একবিংশ শতাব্দীতেও। আর উৎসবের মরশুমে, বিয়ে বাড়িতে, ক্রিকেট ম্যাচ জয়ের আনন্দে বাজি বাবাজির ভোজবাজি তো আছেই। সব মিলিয়ে জমে ক্ষীর। দিল্লি এখন কার্যত গ্যাস চেম্বারে পরিণত। দিল্লি সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে ধোঁয়াশার একাধিক স্তরে আকাশ মুখ ঢাকছে।

কর্পোরেট বাহিনীর বিনিয়োগ, মুনাফা, বাজারের স্বার্থে আর মুষ্টিমেয় মানুষের সুখ-আরাম-ভোগবিলাসের জন্য তথাকথিত উন্নয়ন ও নগরায়নের অজুহাতে নির্বিচারে বন ধ্বংস, এমন-কী শহর এবং লাগোয়া অঞ্চলের সবুজ নিধনের উড়নচণ্ডী কর্মযজ্ঞ চলছে সারা দেশ জুড়েই। অথচ এক-একটি গাছ প্রচুর পরিমাণে দূষিত গ্যাস নিজের শরীরে টেনে নিয়ে বাতাসকে নির্মল রাখে। এই ন্যাচারাল 'কার্বন সিঙ্ক'- কে মানুষ নষ্ট করছে হেলায়। বাতাসে বিষবাষ্প-তো লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়বেই। দূষণ নিয়ন্ত্রণে দিল্লি সরকার এখন ঠেলায় পড়ে কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। বায়ুমন্ডলে সিলভার আয়োডাইড, পটাশিয়াম অক্সাইড এবং ড্রাই-আইসের মতো পদার্থ ছড়িয়ে নকল বৃষ্টি তৈরী করা হয়। তা'তে দূষণের মাত্রা কিছুটা কমে ঠিকই। হায়রে, অবুঝ মানুষ-সরকার -প্রশাসন ! দূষণ সৃষ্টির উৎসগুলিকে বন্ধ করতে পারলেই-তো কৃত্রিম উপায়ে অবলম্বনের জন্য এত কাঠ খড় পোড়াতে হয় না। দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী জানাচ্ছেন ,এই ভয়াবহ দূষণের কারণে দিল্লিতে মেডিকেল ইমার্জেন্সী ঘোষণা করার সময় এসেছে।

শুধু দিল্লি বা কলকাতা নয়। গুরগাঁও, হাওড়া, ব্যারাকপুর, আসানসোল, দুর্গাপুরের মতো শিল্পাঞ্চলগুলিতে দূষণের মাত্রা, দূষণ কণা পিএম-২.৫ লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়ছে। কারণ সর্বত্র, একই। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শহরতলীর যেখানে-সেখানে অপরিকল্পিত ভাবে গজিয়ে ওঠা ইটভাটা। জঙ্গল কেটে, নদীর মাটি তুলে নিয়ে শীতের সময় শুরু হয় ইটভাটা। অসংখ্য ট্রাকের আনাগোনা বাড়ে। বে-আইনি এইসব কর্মকাণ্ডের কারণে বাতাস ভারী হয় বিষাক্ত ধূলো ধোঁয়া দূষিত কণায়।

দেশজুড়ে শিশুদের উপর দূষণের প্রভাব কতটা ভয়ানক, ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়! বর্তমান অস্থির সামাজিক ব্যবস্থায় শিশুরা মাতৃক্রোড়েও নিরাপদ নয়। তবুও মাতৃজঠরে ভ্রূণ ছিল নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে। সেখানেও থাবা বসিয়েছে

বায়ুদূষণ। মায়ের প্রশ্বাসের বিষ-বাতাসের শিকার হচ্ছে তাঁদের ভ্রূণও। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৮ বছর বয়সে শিশুদের ফুসফুসের গঠন সম্পূর্ণ হয়। অথচ জন্মের পর থেকেই তাদের ফুসফুসকে বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। ফলে কচি-কাঁচারা ফুসফুসের নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বায়ুদূষণের যে কুফল নিয়ে চিকিৎসকেরা সবথেকে বেশি চিন্তিত তা' হল, ফুসফুসের ক্যান্সার। পিএম-২.৫ আকারে অত্যন্ত ছোট হওয়ার কারণে সহজেই ফুসফুসের ভেতর অংশে প্রবেশ করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ফুসফুসের ক্যান্সারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগই ধূমপায়ী ন'ন। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন যে, এর পুরোটাই বায়ুদূষণের ফল। বিশ্বের নানান গবেষণা থেকে উঠে আসছে ,আগে ক্যান্সারে আক্রান্ত হতেন মূলত বৃদ্ধ এবং ধূমপায়ীরা। কিন্তু বর্তমানে সেই চিত্র আমূল বদলে গেছে। কলকাতার এক বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ জানাচ্ছেন, ''এখন তিরিশ ঊর্ধ্বেরা বিপুল সংখ্যায় ফুসফুস-ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁদের বেশিরভাগই মহিলা এবং তাঁরা ধূমপায়ী নন।'' তিনি আরও বলেছেন, ''যে বিষ বাতাস আমাদের শরীরে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রবেশ করছে, তা' দিনে ৫ থেকে ২০টি সিগারেট খাওয়ার সমান।'' এবার কী তাহলে, ''ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর''—এই ট্যাগ লাইনের সাথে যুক্ত করা দরকার নয় যে, ''বায়ুদূষণ ক্যান্সারের প্রধান কারণ!''

গবেষণা, সমীক্ষা কী বলছে

ল্যানসেট কমিশনের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বিশ্বে এইডস, ম্যালেরিয়া, যক্ষায় যত মানুষের মৃত্যু হয়, তার থেকে বেশি মানুষ মারা যান বায়ুদূষণের কারণে। বায়ুদূষণের সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্কের উপর বিশ্বজুড়ে চালানো সমীক্ষা -গবেষণার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে (State of Global Air, ২০২০)। এই রিপোর্টের নির্যাসঃ শুধুমাত্র ২০১৯ সালেই সারা পৃথিবীতে কম করে পাঁচ লক্ষ নব-জাতকের প্রাণ কেড়েছে দূষিত বায়ু। যাদের মধ্যে অধিকাংশই আবার ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে। উদ্বেগ বহুগুণ বাড়িয়ে রিপোর্ট বলছে, মাতৃগর্ভে থাকা শিশুদের ওপর ভয়ানক প্রভাব ফেলছে বায়ুদূষণ। যার ফলে সময়ের আগেই কম ওজনের শিশুদের জন্মের হার বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শিশু মৃত্যু। বয়স্কদের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলে চলেছেন। কিন্তু শিশু মৃত্যুর ওপর বিশ্বজুড়ে এই ধরণের বিস্তারিত সমীক্ষা এই প্রথম। 'ল্যান্সেট প্ল্যানেট হেলথ জার্নালে' বলা হয়েছে, ২০১৯ সালে ভারতবর্ষে শুধুমাত্র বায়ুদূষণের কারণে ১৬.৭ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

'Health Effects Institute' এর সভাপতি Dan Greenbaum লিখছেন, ''শিশুদের জন্ম হচ্ছে অতি উচ্চমাত্রার দূষণের মধ্যে। কম ওজনের নবজাতকের ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া সহ নানান ধরনের সংক্রমণ হচ্ছে। তাদের ফুসফুসের গঠন ও বৃদ্ধি ঠিকমত হচ্ছে না।'' অতিমারী সংক্রান্ত গবেষক বিজ্ঞানী Beate Ritz (University of California) অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে জানিয়েছেন, ''ভারত, দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার আক্রান্ত শিশুরা বেঁচে গেলেও তাদের মস্তিষ্ক সহ দেহের নানা যন্ত্রাংশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। সুতরাং বায়ুদূষণের সমাধান যে-কোন মূল্যে আমাদের করতেই হবে।''

এত কিছুর পরও দূষণ নিয়ন্ত্রণে সারা বছর ধরে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়-না, সরকার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। জনগণও সব দেখেশুনে নিশ্চুপ নির্বিকার। তাদের কোন হেল-দোল নেই। যা চলছে চলুক। ধরাধাম রসাতলে যাক। আমি-তো টাকার থলি নিয়ে আছি, সুখে মস্তিতে। নাগরিকের এই মানসিকতার বদল না-ঘটলে দূষণ ও প্রাণ প্রকৃতি পরিবেশের বিপর্যয় বাড়বে বই, কমবে না, তা' নিশ্চিত করেই বলা যায়।

দূষণের সবচেয়ে বেশী করে বলি হচ্ছেন শহর ও শহরতলীর এক বড় অংশের সাধারণ জনগণ। এই মানুষরা বাইরে বেরোতে বাধ্য হন পেটের জ্বালায়। কাজের তাগিদে। তাঁরা কাজ করেন নির্মাণ শিল্পের, হোটেলের ইটভাটার সস্তা মজুর হিসেবে। আর-এক অংশ মানুষ বাইক নিয়ে রাত-দিন দৌড়ান। বাইকে আরোহী তুলে, বা বাবুদের অর্ডার করা গরমা-গরম খবর ব্যাগে ভরে নিয়ে দে দৌড়। অন্তহীন এই দৌড়। দূষণের হাত থেকে এঁদের নিস্তার নেই। অথচ দূষণ তৈরিতে এইসব মানুষগুলোর ভূমিকা নেহাতই তুচ্ছ। শহরের বাবু-বিবিরা এসি গাড়ি চেপে যান এসি চালিত অফিসে, বা শপিং মল, রেস্তোঁরায়। ছেলেমেয়েদের পৌঁছে দেন এসির সুবিধে সহ ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে। এরাই আবার মহা সমারোহে তুমুল বাজি ফাটান। অপ্রয়োজনীয় গাদা-গাদা ভোগ্যপণ্যের ক্রেতা এই মহান মানুষরা দূষণ মেশায় আকাশে বাতাসে। আর, কালো বিষাক্ত ধোঁয়া ধূলিকণা বুকে টেনে নিয়ে সাধারণ জনতা ছোটেন সরকারি হাসপাতালে।

মানুষের অন্তরাত্মা তবুও কেঁপে ওঠে না। বাজারের অন্ধগলিতে ছুটে চলা সামাজিক মানুষ আজ সমাজ বিচ্ছিন্ন। প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আটকে

যাচ্ছে তাদের মানবিক সত্তা। নিজেদের স্বার্থেই প্রকৃতিকে সুস্থ রাখার, বিপর্যস্ত প্রকৃতিকে আরও বিপন্ন না-করে তার মেরামতির কথা অন্তরের গভীরে আত্মস্থ করতে না-পারলে এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। রাষ্ট্র-সরকার-প্রশাসনকে বাধ্য করতে হবে প্রকৃতি রক্ষার কাজে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে। আপৎকালীন কিছু ব্যবস্থা নয়, চাই দীর্ঘমেয়াদী বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। এই ভাবনায় জারিত হওয়া, দাবিগুলি তোলার কী সময় আসেনি এখনও ! কবে, আর কবে, তোমার প্রাকৃতিক সত্তা জাগরিত হবে হোমো স্যাপিয়েন্স !

আমার ভারত ওদের ভাষ্য

সোমনাথ বসু

[যোজনা কমিশনের উদ্যোগে ২০০৬ সালে উন্নয়নের পথে (মাথা চাড়া দেওয়া) অসন্তোষ, আশান্তি এবং চরমপন্থার কারণ অনুসন্ধানে ১৬ জন বিশিষ্ট সদস্য নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ মন্ডলী তৈরী হয়। ২০০৮ সালে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে যদিও এই রিপোর্ট জনসমক্ষে আসেনি।]

(নবম কিস্তি)

(আগের সংখ্যায় যেখানে লেখাটি শেষ হয়েছিল সেই অংশটি)

...যখনই সমাজ সমাজের গরিষ্ঠ অংশ ও আদিবাসী অংশের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত হাজির হয় তখন অবধারিত ও ব্যতিক্রমহীন ভাবে আদিবাসী স্বার্থকেই অপর অংশের স্বার্থের পায়ে আত্মবলি দিতে হয়। উন্নয়নের যে-কোনও ক্ষেত্রে এই তলাকার অংশের কণ্ঠ সবচেয়ে বেশি হলে তা' রূপক (symbol) মাত্র আর সবচেয়ে কম হলে তা' অস্তিত্বহীন।

উপরি উক্ত সিদ্ধান্তেই আমরা পৌঁছতে বাধ্য হই, যখন আজকে দাঁড়িয়ে দেশের ব্যাপক অংশ জুড়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাভঙ্গের যে-ছবি আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে তার পর্যালোচনা করি; এবং তা' নকশালপন্থী আন্দোলনের মতো রাজনৈতিক হোক বা অন্য কোনও অবয়বে উঠে আসা যে-কোনও রূপের সহিংস আন্দোলনই হোক। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, বিভিন্ন ধরণের আন্দোলন উঠে আসবেই আর সেগুলোকে একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা স্তব্ধ করার অজুহাত হিসেবে এক বগ্গা ভাবে অশান্তি-ঝামেলা-আইন শৃঙ্খলার সমস্যা...বলে দাগিয়ে দেওয়াটা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। সামাজিক- অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেই অসন্তোষের প্রাসঙ্গিকতার যথাযথ বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী। এবং জরুরী মানুষের জীবন, জীবিকা, মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার, যা' কী-না মানুষের আন্দোলনের অন্যতম ইস্যু; সেটাকেই আলোচনার বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে সামনে আনা। সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে দিয়ে; মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার-মানবাধিকারের যে-কথা এবং মানবিক মূল্যবোধের যে-কথা প্রতিশ্রুত হয়েছে; রাষ্ট্রকে অবশ্যই তার দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করতে হবে। এই নিরিখে, রাষ্ট্রকেই সর্বদা কঠোরভাবে আইন মেনে অর্থাৎ আইনানুগ পথে চলতে বাধ্য থাকতে হবে। এবং বাস্তবিকই এছাড়া রাষ্ট্রের শাসন করার অন্য কোনও কর্তৃত্ব নেই। থাকতে পারে না।

কোনও রাষ্ট্রই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এটা মেনে নিতে চায় না-যে, ভিন্নমত ব্যক্ত করা বা অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি ইতিবাচক প্রকাশভঙ্গি এবং প্রায়শই দেখা যায় অসন্তোষ বা অশান্তিই হয়ে থাকে সরকারকে চাপ দিয়ে কাজ করানোর একমাত্র উপায়। এবং একমাত্র এই পথেই সরকারকে তার নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে বাধ্য করানো যায়। কিন্তু বাস্তবে আকছার কি দেখা যায়? প্রতিবাদ করবার অধিকার যে মানুষের সংবিধান দ্বারা প্রাপ্ত সেটাও, এমন-কী, তা' সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পথে হলেও, রাষ্ট্র-তো মানতেই চায় না; তার ওপর যখন তখন এমন-কী অহিংস উপায়ে চলা আন্দোলনগুলোকেও ভয়ংকর দমন-পীড়নের সাহায্যে মোকাবিলা করা হয়। যদি মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা গুলি ব্যক্ত করার মুক্ত পরিসর ও যথাযথ সুযোগ অনেক বেশি বিস্তৃত করা যায়; তাহলে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার পরিমাণ অনেক বেশি কমে যায় ।এর কারণ, এর ফলে শাসনব্যবস্থার উপর মানুষের ভরসা বাড়ে ও তার জ্বালা-যন্ত্রণা-ক্ষোভের কথা আটকে না রেখে মানুষ তা' ব্যক্ত করতে পারে।

অশান্তি বা অসন্তোষ দেখা দেওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। অস্বাভাবিক হচ্ছে রাষ্ট্রের থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর অক্ষমতা। সরকারি পলিসি সংক্রান্ত যে-কোনও সরকারি নথি-দলিলে বারবার স্বীকার করা হয়েছে যে, যাকে আমরা চরমপন্থা বা চরমবাদ বলি, তা' দারিদ্র্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

এটাও গুরুত্বপূর্ণভাবে সব দলিলেই লিপিবদ্ধ থাকে যে, উন্নয়নের সমস্ত প্রকল্পই আসলে যেভাবে ভাবা হয় সেভাবে কার্যকরী হয় না। জঙ্গলের সঙ্গে আদিবাসীদের নিগূঢ় সম্পর্ক

সরকারিভাবেই-তো বারবার স্বীকার করা হয়েছে। আরও স্বীকার করা হয়েছে যে সম্পূর্ণ অনুচিতভাবে জঙ্গল থেকে উচ্ছেদ হওয়া আদিবাসীরা সীমাহীন যন্ত্রণাজর্জর জীবন কাটাতে বাধ্য হয়।

আর যখন অসন্তোষ বাস্তবেই ফুঁসে ওঠে তখন সরকার করে কী? তখন এইসব কথা পুরোপুরি ভুলে গিয়ে সেগুলোকে দেখে স্রেফ আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে। আর সেগুলো দমনও করে কড়া হাতে। এই মানসিকতারই (mind-set) খোল-নলচে পাল্টানো দরকার। দরকার নীতি ও তার রূপায়ণে সামঞ্জস্য বিধান। সবাইকার জন্য সমতা, ন্যায় ও মর্যাদা যেদিন প্রতিষ্ঠিত করা যাবে, একমাত্র সেদিনই শান্তি সৌহার্দ্য ও সামাজিক প্রগতি নিশ্চিত করা যাবে।

দিশাহীন বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন, বাকু, আইজারবাইজান

অমিতাভ সেনগুপ্ত

জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদে এই মুহূর্তে পৃথিবীর শিয়রে শমন। রাষ্ট্র-রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সবই জড়িয়ে গেছে এই সমস্যায়। কিন্তু সত্যিটা হলো, দুনিয়া জুড়ে ধরিত্রী লুঠের জাল বিছিয়ে রাখা কর্পোরেটের নীল নকশার বিরুদ্ধে কঠোর নীতিগত অবস্থান নেওয়ার জায়গায় কোনও দেশই নেই। দিশাহীন COP ২৯-জলবায়ু বিপর্যয় নিয়ে আর্থিক দায় ঠেলাঠেলিতে আখেরে লাভ করে হলো কর্পোরেট পুঁজির?

আজারবাইজানের বাকুতে এবছরের COP ২৯ অর্থাৎ world climate summit বা বিশ্বপরিবেশ সম্মেলন হয়ে গেলো ১১-২২শে নভেম্বর। এবারের COP-তে সারা পৃথিবীর প্রায় ৪০ হাজার প্রতিনিধি পরিবেশ সঙ্কট সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করলেন। এই সম্মেলনকে ঘিরে সারা পৃথিবী জুড়েই এখন চলছে নানা আলোচনা আর বিতর্ক।

COP হল, 'conference of parties'। 'parties', মানে হল সেই দেশগুলি, যারা পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়ে যতটা সম্ভব ইতিবাচক পদক্ষেপ করতে ১৯৯২-এ UNFCC (United Nations framework convention on climate change) সম্মতি জানিয়েছিলো। সেই ১৯৯২ সালেই ব্রাজিলের রিও দে জেনেইরো শহরের কনভেনশন ১৭২টি দেশের প্রতিনিধি এবং ১১৭টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিতে বিখ্যাত 'এজেন্ডা-২১' ও 'রিও ডিক্লারেশন' দিয়েছিল। সেখান থেকেই তিনটি গুরুত্বপুর্ণ আন্তর্জাতিক সমঝোতা'র সূত্রপাত, 'ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ', 'কনভেনশন অন বায়ো ডাইভারসিটি' ও 'ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন ডেজার্টিফিকেশন'।

'তৃতীয় বিশ্ব',' 'Global south' বা 'উন্নয়নশীল' যে নামেই ডাকি, তেমন একটি দেশের একটি প্রান্তিক জেলার একজন পরিবেশ ও অধিকার আন্দোলন কর্ম্মী হিসেবে জেলার ধুঁকতে থাকা নদী-খাল-বিলগুলির পাশে দাঁড়িয়ে মরে ভেসে ওঠা শুশুক আর কমে আসা বিপন্ন প্রজাতির মাছেদের আঁশটে গন্ধ নাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে একদিন 'রামসার কনভেনশন' আর 'স্টকহোম কনভেনশন'- এর কথা শুনেছিলাম। শুনেছিলাম, ইকোলজিকাল জাস্টিস আর বিপন্ন বায়োডাইভার্সিটির কথা, ২০১৫-এর 'প্যারিস চুক্তি'তে পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৫ সেলসিয়াস এর বেশী বাড়তে না-দেওয়ার প্রশ্নে না-কী সর্বসম্মতি তৈরি করা গেছিলো!

পৃথিবীর বয়স ৪৫০ কোটি বছর

ব্যক্তিগত মালিকানার সাথে বাড়তে থেকেছে উদ্বৃত্ত, তার সাথে বেড়েছে সম্পদের মেরুকরণ। ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে উৎপাদন, ভোগ এবং বন্টনের মধ্যে ভারসাম্য। শিল্পবিপ্লবের পরে মাত্র ২৫০ বছর লেগেছে পৃথিবীর প্রায় ৪৫ শতাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হয়ে যেতে।

শুকনো পরিসংখ্যান মাখানো এই তথ্য কি আদৌ কোনও আত্মগ্লানি তৈরী করে? মানে, আমরা জানি এখুনি সবার হাতে থাকা মুঠোফোন নিমেষে এসব তথ্যে মাথা ভরিয়ে দেবে -২০২২ সালে ন্যাশনাল ওশ্যানিক এন্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর হাওয়াই পর্যবেক্ষণাগার থেকে পরিমাপ করা কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমান ছিল ৪১২ পার্টস প্রতি মিলিয়নে। শিল্পবিপ্লবের আগে, প্রায় ৬০০০ বছরে ধরে এই মাত্রা ছিল ২২৮ পিপিএম। শিল্প বিপ্লব থেকে আজ অবধি ১.১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বেড়েছে পৃথিবীর। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২০ থেকে ২৪ সেন্টিমিটার। হিমবাহ গলছে, বরফ গলা জল মিশছে সমুদ্রে। তার সাথে-সাথে এসেছে, উপকূলের ক্ষয়, সামুদ্রিক ঝড় এবং ঘনঘন বন্যা। সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলস্তর আয়তনে ফুলে উঠছে। এর সাথে মাটির জলস্তর আরও কমে আসছে। স্পেনের সাম্প্রতিক অভূতপূর্ব ভয়াবহ বন্যা আর-একবার দেখিয়ে দিল,

যত দেরি হবে, ততই ভূপৃষ্ঠের কিছু অঞ্চল আরও বিপদসীমার কাছাকাছি এগিয়ে যাবে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ২২ কোটি মানুষ পরিবেশ উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। ২০২২ সালটি নাসার গডার্ড ইনস্টিটিউট ফর স্পেস স্টাডিজ (GISS)-এর তথ্যে গত দশ বছরে উষ্ণতম বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। 'রাষ্ট্রপুঞ্জের 'ক্লাইমেট চেঞ্জ প্যানেল' (IPCC)-এর রিপোর্ট গভীর আশঙ্কা জানিয়েছে সত্বর নীতিগত পরিবর্তন না-আনলে এই শতকের শেষে পৃথিবীর উষ্ণতা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে, যার ফলাফল সম্ভবত আরও একটি গণ অবলুপ্তি।

এখন প্রশ্ন, এত তথ্য কা'কে ভাবাচ্ছে? আদৌ এত উদ্বেগ কোথাও প্রতিফলিত হচ্ছে কি? আন্তর্জাতিক পরিবেশ বৈঠকগুলির টেবিল থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবে বদলাচ্ছে কি কিছু অথবা গড়ে উঠছে কি কোনও গণ আন্দোলন?

আসলে বারবারই দেখা গেছে, পরিবেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলির চুক্তি-সমঝোতা থেকে সরে আসার অভ্যেস ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলির বরাবরের। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানব-পরিবেশ সম্মেলনের সঙ্কল্পের কথা প্রবীণদের মনে থাকবে। ঐ সম্মেলনে যে ২৬ টি নীতি ঘোষিত হয় তার অতি গুরুত্বপূর্ণ ৬ নম্বরটি ছিল, 'বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক অথবা অপরিবর্তনীয় ক্ষতিরোধ নিশ্চিত করবার জন্য এমন পরিমাণ বা গাঢ়ত্বের বিষাক্ত (toxic) বা অন্যান্য পদার্থের নিঃসরণ বা তাপ বর্জন বন্ধ করতে হবে যা' পরিবেশের দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা যায় না। দূষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ন্যায্য লড়াই-সংগ্রামকে সমর্থন করতে হবে; এবং ২৬ নম্বরটি ছিল, 'পারমাণবিক অস্ত্র ও অন্যান্য গণ বিধ্বংসী প্রভাব থেকে মানুষ ও তার পরিবেশকে মুক্ত রাখতে হবে। এ ধরণের অস্ত্রাদির ধ্বংস ও বিলোপের জন্য রাষ্ট্রগুলি উপযুক্ত আন্তর্জাতিক মঞ্চে দ্রুত সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করবে।'

চেরনোবিল দুর্ঘটনা বা ভূপাল গ্যাস লিক নিয়ে সেইসময়ও দেশে বিদেশে পরিবেশ আন্দোলন ও মানবধিকার কর্মীরা পথে নেমেছেন। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তায় বন্ধ্যা হয়ে যাওয়া ইউক্রেনের একটি প্রজন্ম আর জল-মাটি-বন, বা ইউনিয়ন কার্বাইডের শিকার কাশতে-কাশতে দম আটকে মরা ভোপাল এর মানুষগুলি কেউই-কি শেষ পযর্ন্ত ন্যায়বিচার পেয়েছে, 'Justice'?

COP নিয়ে আলোচনায় ফিরে দেখি

মিশরের COP ২৭ শীর্ষ সম্মেলনে বন্যা, খরা ধ্বংসাত্মক ঝড়ের মত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির জন্য নতুন তহবিল তৈরী করার সিদ্ধান্ত হয়। এবং দুর্যোগের মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলিকে সাহায্য করতে সর্ব সম্মতি আসার পর প্রায় ৬৬০ মিলিয়ন ডলার জমা করা হয়। জলবায়ু সংরক্ষিত দেশগুলি ধনী দেশগুলিকে তহবিলের জন্য আরও অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার আহ্বান জানাবে এমনটাও ঠিক হয়।

গত বছরে দুবাইতে COP ২৮ সম্মেলন শেষেও অংশগ্রহণকারী দেশগুলি প্রথমবারের জন্য 'শক্তি ব্যবস্থায় জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে দূরে সরা'র চেষ্টা করতে সম্মত হয়েছিলো।

আর এ-বছর ২০২৪-এর শীর্ষ সম্মেলনের মূল জায়গাটি এক কথায় ছিলো New Climate Goal Amid Crisis (NCQG) বা জলবায়ু সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে যৌথভাবে নতুন করে পরিমাণগত আর্থিক লক্ষ স্থির করা। এ-বছর পর্যন্ত যা' ছিল ১০০ বিলিয়ন ডলার, বছরের শেষে নতুন করে বার্ষিক জলবায়ু অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রা স্থির হবে এমনটাই কথা ছিল। মানে, (বলা ভালো- একটা আন্তর্জাতিক দর কষাকষির মধ্যে দিয়ে) জলবায়ু-সম্পর্কিত খরচ মোকাবিলায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি বছর কত টাকা দেওয়া উচিত সে বিষয়ে একমত হওয়া। তাই এবারের COP ২৯-র এই ঘোষিত লক্ষ্যকে ধরেই এই সম্মেলনকে 'জলবায়ু অর্থায়ন ঋঞ্জঞ্জ' নামে ডাকা হচ্ছিল।

যেহেতু COP ২৯-এর লক্ষ্য ছিলো সামনের বছরগুলির জন্য অনেক বেশি লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা, এবারেও নিয়ন্ত্রক দেশগুলো জোর দিয়ে সওয়াল করে যে এই অর্থের পুরোটা তাদের বাজেট থেকে আসতে পারে না।

সমালোচকরা দৃষ্টি দিতে বলেছেন যে, গত কয়েকটি আন্তর্জাতিক জলবায়ু বৈঠকে থেকেই দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট ভাবে ভুগর্ভস্থ কয়লা, তেল ও গ্যাস উত্তোলনের বিষয়ে নিয়ন্ত্রক দেশগুলো এবং কর্পোরেট কোম্পানিগুলি লক্ষ্যমাত্রা ও সময়সীমা নিয়ে তাদের সংকল্প জানানো নিয়ে ধোঁয়াশা রেখে যাচ্ছিল। এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার এবং রপ্তানি বিক্রয় দু'টোই বিশ্বব্যাপী বেড়েছে, যখন আমেরিকা আজারবাইজান, নামিবিয়া এবং গায়ানার মতো দেশে তেল ও গ্যাস উৎপাদনের জন্য নতুন এলাকায় অনুমোদন বিলিয়েছে। ঘটনা হল, ২০২০ সাল থেকে স্থির হওয়া সেই বার্ষিক লক্ষ্য ধনী দেশ গুলি

কদাচিৎ পূরণ করেছে, যা’ তাদের প্রতি বিশ্বের জলবায়ু-সংরক্ষিত দেশগুলির মধ্যে অবিশ্বাস বাড়িয়েছে। তাই এবার জলবায়ু অ্যাক্টিভিষ্টরাও শুরু থেকেই আশঙ্কা জানাচ্ছিলেন যে, COP-২৯-এ জীবাশ্ম জ্বালানি তোলার শেষ সময়সীমা বা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শক্তিশালী সিদ্ধান্ত জানানোর সম্ভাবনা কম, বড়জোর কিছু দেশ নতুন কয়লা উত্তোলন প্রকল্পের অনুমতি দেওয়া বন্ধ করার জন্য চাপ দিতে পারে।

অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলিও জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে তাদের অর্থনীতিকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং একটি ক্রমে উষ্ণ হয়ে ওঠা বিশ্বের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বর্তমানে কতটা অর্থায়ন করবে, সে সম্পর্কেও আলোচনা হওয়ার কথা ছিলো। শেষ পর্যন্ত ধনী দেশগুলি দ্বারা মোট বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার কতটা দেওয়া হবে তা’ স্পষ্ট হয়নি। এছাড়াও অমীমাংসিত রয়ে গেল চীন বা মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় তেল রাষ্ট্রগুলির মতো দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলিরও অবদান রাখা উচিত কী-না, রাখলে তার পরিমাণ কী হবে? বরং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই বিষয়টায় সুকৌশলে নাছোড় দরকষাকষি চালিয়ে গেছে।

সার বুঝ-বুঝে পরিবেশ বিজ্ঞানী বিল হেয়ার খোলামেলা বলেছেন, এবারের বাকু সম্মেলন নানা দিক থেকেই খুব নিরাশাজনক ভাবে শেষ হলো। জলবায়ু বিপদ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাগিদটাই কারুর নেই।...সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তিরও অভাব দেখা যাচ্ছে।

NASA-র ইনষ্টিটিউট অফ স্পেস ষ্টাডিজ এর বিজ্ঞানী জেমস হ্যানসেন এর নামটা আলাদা করে জলবায়ু সংক্রান্ত রাজনীতির আলোচনায় মনে করা দরকার, মনে হলো। কারণ, তিন দশক আগেই হ্যানসেন স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন যে বিপজ্জনক জায়গায় যাচ্ছে তা’তে ১.৫ ডিগ্রি উষ্ণতা বৃদ্ধির উপরে না যেতে দেওয়াকে আরও আগেই অত্যাবশ্যক করা দরকার ছিল। এবং প্যারিস চুক্তিকে ‘সমঝোতার ধোঁকা’ বলে চিহ্নিত করে তিনি বলেন, ভালো-ভালো কথা অনেক হয়েছে, ...কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ব্যাপারে কঠোর আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত দরকার ছিল, যাতে কার্বন ট্যাক্স চাপিয়ে অন্য শক্তির উৎস ব্যবহারের দিকে দেশগুলিকে ঠেলা যায়; সেটাই হয়নি। হ্যানসেন একজন বিশিষ্ট জলবায়ু আন্দোলনকর্ম্মী, এবং তাঁর অপ্রিয় কথাগুলি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, ক্ষমতাশালী দেশগুলি যদি আন্তর্জাতিক চুক্তি না-মানে তাহলে তাদের চাপ দেওয়ার কোনও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নেই। উদাহরণ ‘কিয়োটো প্রোটোকল’।

এই ‘ন যযৌ ন তস্থৌ’ অবস্থান রেখে শেষ হওয়া COP ২৯ তে নজর করার মতো খবর এটাও যে-সম্মেলন চলতে চলতেই ‘প্রাক্তন’ বনে যাওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ফ্রান্সের এমানুয়েল মাক্রোঁ, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা বা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবার সম্মেলনেই উপস্থিত হননি।

এবার সম্মেলন চলাকালীনই যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকায় ক্ষমতায় ফিরেছেন, সবার আগে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ট্রাম্প যে আগের মেয়াদেই প্যারিস চুক্তি থেকে সরে আসার হুমকি দিয়েছিলেন তা’ সত্যি হতে চলেছে কী-না! জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সমঝোতার নীতিগত অবস্থান ও নিয়ন্ত্রক দেশগুলির ভূমিকাকেও যা’ বড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করাবে। জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবিলার দায়ভার বহন নিয়ে উন্নয়নশীল ও ‘ক্ষমতাধর’ দেশগুলোর মধ্যে বেড়ে চলা অবিশ্বাস ও তিক্ততার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কর্পোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত স্পষ্ট। সমালোচকরা আর-একটি ছোট্ট তীর্য্যক ফুটনোট রেখে যাচ্ছেন, ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানি (প্রাকৃতিক গ্যাস আর ভূগর্ভস্থ তেল) উত্তোলনের জন্য নানা চুক্তিতে সই করে বসে থাকা মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিতেই কেন এবারে বসলো COP ২৯? ইতিমধ্যেই আজারবাইজানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিরোধী রাজনীতিকদের কণ্ঠরোধ করা ও মানবধিকার লঙ্ঘন নিয়ে জলঘোলা হয়েছে। জল ঘোলা হয়েছে যখন তেল আর গ্যাস উত্তোলনকারী জাতীয় সংস্থাকে তোয়াজ করে চলা সে-দেশের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ বিবৃতি দিয়েছেন, আমাদের ভূগর্ভের সম্পদ ঈশ্বরের আশীর্বাদ’ ‘যাদের আছে তারা তা’ তুললে আর বেচলে দোষ দেওয়া যায়না। তাহলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠছে, কেন আজারবাইজান! আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়া আর ইরান এর মাঝে তার গুরুত্বপুর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান বলেই কি?

এপিডিআর-এর সমস্ত
শাখার কাছে রিপোর্ট পাঠানোর
আহ্বান রইল।

এন আই এ-এর আভিযান, নাগরিকের মর্যাদায় অনৈতিক আঘাত

বিপাশা নস্কর

আমি বিপাশা নস্কর। পেশায় দর্জ্জি, এবং গৃহশিক্ষক। সামাজিকভাবে এ পি ডি আর এবং 'মানবী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

আমার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা আপনাদের জানাচ্ছি, ১ লা অক্টোবর, '২৪ এবং তার আগের ৫ সেপ্টেম্বর, '২৪ শিক্ষক দিবসের ঘটনা বলছি, আমি আমার ছাত্রদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করছিলাম। সে-সময় একটি ফোন আসে। হিন্দি ভাষায় আমি বিপাশা কী-না জানতে চান। হিন্দি জানি না বলায়, উনি বাংলাতেই বলতে বলেন। উনি আমাকে দেখা করতে বলেন। কেন, আমি দেখা করতে যাব? এ-কথা বলায়, উনি বলেন, আপনি না-এলে আমরা আপনার বাড়িতে আসবো, সেটা খুব একটা ভাল হবে না। জিজ্ঞাসা করি, দেখা করতে গেলে উক্ত নম্বারে যোগযোগ করলে হবে কি-না? উনি সম্মতি জানান। জানতে চাই, কোথায় দেখা করতে হব? বলেন শিয়ালদায়। দেখা করতে বলেন, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। ৯ সেপ্টেম্বর, আমি ফোন করি চারবার। মোবাইলের সুইচ অফ, উত্তর আসে। ফোন না-পেয়ে ইচ্ছে থাকলেও আমি দেখা করতে পারিনি।

১'লা অক্টোবর সকালে আমরা সকলেই খুব ব্যস্ত ছিলাম। ভাইজিকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে। ভাইজি'র সন্তান প্রসবের তারিখ ঐ ১ লা অক্টোবর-ই। আমার এক বৌদি নার্স, অন্য বৌদি বাচ্চা দেখাশোনার কাজ করে। দাদাও টিউশন করে। ভাইজি, ও টি টেকনিসায়ানের কোর্স করছে। এমনই এক ব্যস্ত মুহূর্তে রান্নাঘর থেকে শুনতে পাই, বিপাশা নস্কর আছে কি-না জানতে চাইছে। দেখি, ২২ জনের এক বিশাল পুলিশ বাহিণী! সাদা পোশাকে কয়েকজন আছেন, কয়েকজন মহিলা পুলিশও আছেন। বাইরে আসি। একজন হিন্দিভাষী রাজেশ কুমার পরিচয় দিয়ে বলেন, আমরা এন আই থেকে (NIA) থেকে এসেছি। আপনার এখানে সার্চ করবো। পরিচয়পত্রর সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্টও দেখান।

আমি বলি, আপনারা এ'টা করতে পারেন না। আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন, আমি যেতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু যাবো কী-করে! ৯ অক্টোবর আপনাদের ফোনের সুইচ অফ ছিল, যোগাযোগ করতে চেয়েও করতে পারিনি! এর মধ্যে কোনও নোটিশ না-দিয়ে আমাদের সার্চ করতে চলে এলেন! ওনারা বলেন, আমাদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে, আমরা সার্চ করবোই। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সবাই গ্রিল খুলে হুড়-মুড় করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েন। সবাই মোবাইলে ছবি তুলতে শুরু করে। আমি বলি দাঁড়ান, আমি এপিডিআর-কে ফোন করি। ফোন করা যাবে-না বলেই আমার হাত থেকে ফোন নিয়ে নেয়। এবং বৌদিরা কাজের জায়গায় খবর দেবে বলে ফোন করতে গেলে, তাঁদের ফোনও কেঁড়ে নেয়। বাচ্চা দেখাশোনা করেন যে-বৌদি সেই বাচ্চা স্কুল থকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে তাকে স্কুল বাস থেকে আনতে হবে। আবার নার্স বৌদির নির্দিষ্ট পেশেন্ট আছে। অনেক অনুনয়-বিনয় করে এত-সব বলার পর ফোন করতে দেয়। সঙ্গে-সঙ্গেই ফেরত নিয়ে নে'ন। আমাদের কাছ থেকে ওনারা মোট ৫ টি ফোন নিয়ে নে'ন। তার মধ্যে দু'টি ফোন সোমনাথ বেরার। যিনি 'কোরনা'কাল থেকে আমাদের বাড়িতে আছেন।

আমাদের এক লাইনে ৫ টি ঘর। প্রথমে আমার এক বৌদিকে নিয়ে ঘর গুলি সার্চ করছিলেন। আমি অনুসন্ধানকারীদের বলেছিলাম, যেহেতু আমি টেলারিং-এর কাজ করি চারিদিকে কাজের জিনিষ-পত্র ছড়িয়ে আছে, বেশী ওলট-পালট করলে সব একসঙ্গে হয়ে গেলে মেলাতে অসুবিধা হবে। আমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। যে-ঘরে আমি টেলারিং-এর কাজ করি সে-ঘরেই সোমনাথ বেরা থাকেন। সেখানে আমার কাজের জিনিষ যেমন থাকে তেমনি সোমনাথ'দার বইপত্রও থাকে। এন আই এ-এর দল যখন ঐ ঘরে ঢোকে সোমনাথ'দা বলে দেন, ঘরের কাগজ-পত্র বই সব আমার।

সার্চ করার সময়ই অন্য অফিসার'রা আমায় প্রশ্ন করছিলেন। আমি কী করি? বলেছি, আমি এপিডিআর করি, মানবী পত্রিকা করি। এপিডিআর-এর কতজন সদস্য আছে, তাদের ফোন নম্বর আছে কী-না? আমি এপিডিআর-এর দু'-একজনের নাম্বার দিয়েছি। আমি ভোট দিই কি-না? এই সমস্ত জানতে চাওয়া হয়। এই সময় সোমনাথ'দকে প্রশ্ন করা হয়। উনি কোনও সংগঠন করেন কি-না? উনি কি সিপিএম করতেন? সোমনাথ'দা উত্তরে বলেন, উনি সংগ্রামী শ্রমিক মঞ্চ নামক একটি সংগঠন করেন। ১৯৮৪ সাল থেকে ভোট দেন না। আরও বহু প্রশ্ন এন আই এ অফিসার'রা করেন, সোমনাথ'দা তার উত্তরও দেন।

ঘরের ভিতর যেমন বাহিণীর লোকজন ছিল, বাইরেও তেমন ছিল। সিজার লিষ্ট করতে শুরু করলেন। আমাকে ডাকলেন, আমি গিয়ে দেখি, আমার এবং সোমনাথ'দার ছোট

ফোন, বৌদি'র ফোন, ভাইঝি'র স্মার্ট ফোন, আর-এক বৌদি'র ফোন নিয়ে সিম খুলে ফোন-সেটের নাম্বার নিয়েছে। এবং চিপগুলো খুলে ফোনের পিছনদিকে গামটেপ দিয়ে আটকে নিলেন। আমি ও বৌদি প্রশ্ন করেছিলাম ফোনগুলো কি সিল করলেন? কোন উত্তর ওনাদের কেউ দিচ্ছেন না। কারণ ওরা বাংলা বুঝেতে পারেন না। অন্য অফিসারদের বললেও ওরা উত্তর দেননি। মাঝে মাঝে মিশ্রজী চুপ থাকতে বলছিলেন। সিজার লিষ্টে আমাকে সই করতে বললে আমি বলেছিলাম আমি কেন সই করবো? উত্তরে ওরা বললেন, আপনার বাড়িতে রেইড করতে এসেছি, আপনাকেই সই করতে হবে। ইংরেজ এবং হিন্দি ভাষা মিলিয়ে লিষ্ট করেছেন, তার উপর কার্বন কপি! ফলে অনেক কিছু না-বুঝেও আমাকে সই করতে হয়েছে। বৌদি ও ভাইঝি'র খাম বন্দি ফোনে সই করতে রাজি হয়নি। আমার বৌদি এসে চেঁচামেচি শুরু করলে মিশ্রজী বলেন হল্লা করবেন না। বৌদি বলেন, আমার ফোন আমাকে দিয়ে দি'ন। আমি নইলে এখান থেকে যাব না এবং ফোনটি হাত বাড়িয়ে নিতে যান। ওরা বলে, আপনি ফোনে হাত দিলে অ্যারেষ্ট করা হবে। বৌদি বলেন, মেরে ফেলুন কিন্তু আমার ফোন আমাকে দিয়ে দিন। আমাদের ফোনগুলোতে কিছুই নেই; দেখে আমাদের দিয়ে দিন। নইলে লোকাল থানায় পাঠিয়ে দেবেন। এমন অনুরোধেও কিছু হয়নি কাগজ-পত্র, ফোন কাপড়ে বেঁধে সিল করে নেয়। বলেন, আমাদের কলকাতা অফিস থেকে পরের দিন নিয়ে আসবে। এ-কথা লিখে দিতে বললে লেখেন কিন্তু হিন্দিতে। কী লিখলেন বাংলায় বলতে বললেও অফিসাররা করেননি। পরে বুঝতে পারি, লেখায় ফোনের নাম্বার বা অন্য কিছুর প্রমাণ স্বরূপ কিছুই লিখে যাননি। এরপর অফিসের ঠিকানা চাইলে, ইংরেজীতে ঠিকানা লিখে দিয়ে যান।

এস টি এফ এবং লোকাল থানার পুলিশ এবং এন আই এ বাহিনী চলে যাওয়ার সময় বলে যান, ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ আমরা যেন রাঁচির অফিসে দেখা করি। সঙ্গে-সঙ্গে আমরা বলি রাঁচি অতদূর! আমাদের কলকাতা অফিসে ডাকলে ভাল হয়। অফিসার সিজার লিষ্টে একটি ফোন নাম্বার দেখিয়ে সেখানে ফোন করে জানাতে বলেন, রাঁচিতে যেতে আমরা অসমর্থ, আমারা কলকাতা অফিসে দেখা করতে চাই।

আমাদের বাড়িতে ঐ বাহিনী অভিযান চালায় প্রায় ৬ ঘন্টা। চলে যাওয়ার পর সাংবাদিকরা আসেন। বলে, বাহিনী আমাদের ঘটনা স্থল আপনাদের বাড়িতে আসতে দেয়নি। আমাদের আটকে দেওয়া হয়।

ওদের লেখা যে-কাগজ নিয়ে আমাদের ফোন আনতে বলেছিলেন, সেই কাগজ দেখিয়ে ফোন আনতে গেলে ফোন-তো আমদের ফেরৎ দেয়নি; উল্টে আমাদের হেনেস্থা হতে হয়েছে।

মেইন রোড থেকে আমদের বাড়ি এক মিনিটের পথ। আমাদের বাড়িতে ঢুকেছিল ২২ জন। বাইরে কতজন ছিল জানিনা, ছিল-তো বটেই। পরে প্রতিবেশীদের মুখে শুনেছি, ৪ টি গাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে দাঁড় করিয়ে বাহিণী হেঁটে আমাদের বাড়িতে ঢোকে। সঙ্গে ছিল বাইক। আমাদের বাড়ির আশে-পাশে প্রতিটি মোড়েই সাদা পোষাকের পুলিশ ছিল। যেন মনে হচ্ছে, বিশেষ কোনও অপরাধীর খোঁজে এত আয়োজন! এলাকা জুড়ে একটা আতঙ্কের বাতাবরণ তারপর থেকে তৈরী হয়ে আছে। আমাদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে পতন ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রীয় বাহিণী ও রাজ্য পুলিশের অবিবেচকের দল। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর এই অভিসন্ধিমূলক অভিযান এলাকায় আমার মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে বলে আমি মনে করি। এর বিচার কে করবে!

ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ

রাহুল চক্রবর্তী

ওয়াকফ: ধর্ম্ম বা পুণ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান, এক প্রকার উইল করে ইসলামের সেবায় বিলিয়ে দেওয়া সম্পত্তি।

ওয়াকফ সম্পত্তি হল, এমন এক স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি যা' আল্লাহর নামে দেওয়া হয়েছে। এই সম্পত্তি যে দান করে তাকে বলা হয় ওয়াকিফ। এই সম্পত্তি শুধুমাত্র সেবার কাজে ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু কোনভাবেই হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যাবে না। ওয়াকফ বোর্ড-আইন ১৯৯৫ অনুসারে ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্তকরণ করা হয়। ঈদগাহ, কবরস্থান, মসজিদ, খামার, দালানকোঠা, বাগান ইত্যাদি ওয়াকফ সম্পত্তির আওতায় আসতে পারে। এতদিনের আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্ত হওয়াতে যদি কারও আপত্তি থাকে; তাহলে সে ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্ত করার এক বছরের মধ্যে ওয়াকফ ট্রাইবুনালে আবেদন করতে পারে। সেই ট্রাইবুনাল সিদ্ধান্ত নেবে উক্ত সম্পত্তি ওয়াকাফ হবে কি-না। ওয়াকফ বোর্ড সারা ভারতে ৯.৪ লক্ষ একর জুড়ে ৮.৭ লক্ষ একর সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। সারাদেশের প্রতিরক্ষা দপ্তর ও রেলের

পর সবথেকে বৃহৎ সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডের হাতে রয়েছে। উত্তরপ্রদেশের পর পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় বৃহৎ সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডের হাতে রয়েছে। এই সম্পত্তি থেকেই মেধাবী ও দরিদ্র মুসলিম ছাত্র যুবদের প্রয়োজনীয় বৃত্তি দেওয়া হয়। ইমাম ভাতাও আসে ওয়াকফ সম্পত্তি থেকেই। এই সম্পত্তি মুসলিম জনসাধারণের ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথেও যুক্ত।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ সংক্রান্ত ২০২৪ সালে সংশোধনী বিলের মাধ্যমে এই সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তগত করতে চাইছে। এতদিনের আইন অনুযায়ী ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওয়াকফ বোর্ড ও কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল রয়েছে। যদিও এই বোর্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বেআইনিভাবে জমি দখল এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগের অভিযোগ আছে। তাছাড়াও জৈন, শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নয়। এই সমস্ত অভিযোগের ধুয়ো তুলে কেন্দ্রীয় সরকার এই সুবিশাল ওয়াকফ সম্পত্তিকে হস্তগত করতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত নতুন বিলে ওয়াকফ আইনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে 'ইন্টিগ্রেটেড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট'। এই নতুন বিলে ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতাকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। নতুন বিলে বলা হয়েছে যে মুসলিম ব্যক্তি পাঁচ বছর ধরে ধর্ম অনুশীলন করছে একমাত্র সেই-ই সম্পত্তি ওয়াকফ হিসাবে দান করতে পারবে। হতে যাওয়া এই সংশোধনী মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কৃতি পালনের ক্ষেত্রে এক বড় আঘাত। কোন সম্পত্তি ওয়াকফের আওতায় পড়বে সেটা নির্ধারণ করার অধিকার ওয়াকফ বোর্ডের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে পেশ করা এই বিলে। ওয়াকফ জমি জরিপের দায়িত্ব জেলা শাসক বা ডেপুটি কমিশনারকে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় পোর্টাল এবং ডাটাবেসের মাধ্যমে ওয়াকফের সম্পত্তি নথিভুক্ত করা হবে। ওয়াকফ বোর্ডের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, বর্তমান তিন সদস্যের ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালেও একজনকে ছেঁটে দুই সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। রাজ্য স্তরে সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিল এবং ওয়াকফ বোর্ডে দুজন অমুসলিম প্রতিনিধি রাখার বিধান এই বিলে দেওয়া হয়েছে, যা' এতদিন শুধুমাত্র মুসলিম প্রতিনিধিদের নিয়ে ছিল।

নতুন এই বিল সম্পুর্ণত অসাংবিধানিক। সাংবিধানিক কাঠামোকে লঙ্ঘন করছে এই বিল। এই নতুন বিল বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার চক্রান্ত। এই বিল মুসলিম ধর্মীয় সংস্কৃতি চর্চা করার অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। সরকার এই বিল মারফত ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকে বিশেষভাবে সামনে নিয়ে আসতে চাইছে। রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে দু'জন অমুসলিম প্রতিনিধি বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া মানেই ধর্মীয় মেরুকরণের তাস খেলা। আসলে বহুত্ববাদের এ দেশ ভারতকে একমাত্রিক দেশে পরিণত করার ভয়ঙ্কর প্রয়াসের নাম হল ওয়াকফ সংক্রান্ত সংশোধিত বিল।

এক ভাষা, এক ধর্ম, এক দেশঃ 'হিন্দি - হিন্দু - হিন্দুস্তান'কে প্রয়োগে নিয়ে যাওয়ার সাম্প্রদায়িক বিল হল এই নতুন সংশোধিত বিল। ভারতীয় সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যেমন, মুসলিম, শিখ, খ্রিষ্টান ও জৈনদের ২৯ নং ধারা অনুযায়ী তাদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকার সহ বিভিন্ন স্বাধিকার প্রদান করে। কিন্তু ওয়াকফ আইনের সংশোধনের ফলে সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক এই স্বাধিকারকেই লংঘন করা হচ্ছে। নানা জাতিসত্তা নানা ধর্মের আমাদের এই দেশ। বিশেষভাবে মুসলিম ধর্মের সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে ওয়াকফ সম্পত্তি দান। ওয়াকফ সম্পত্তির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে কেন্দ্রীয় সরকার আসলে একটি নির্দিষ্ট অভিন্ন বিধি সকলের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। আসলে ওয়াকফ সম্পত্তি সংশোধনী বিল লাগু করে ঘুরপথে অভিন্ন দেওয়ানী বিধিকে প্রতিস্থাপিত করার এক ভয়ংকর চক্রান্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নামিয়ে আনা হচ্ছে।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে যুদ্ধে লিপ্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দালাল কর্পোরেট পুঁজির বিনিয়োগের উন্মুক্ত মৃগয়াক্ষেত্র বানাবার জন্য আজকের ভারত রাষ্ট্র দাঁত নখ বের করে দেশের সমস্ত সম্পদ লুট করতে নেমেছে। রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যেকটি সরকার কর্পোরেট স্বার্থে জল জঙ্গল জমি লুট করছে বে-পরোয়াভাবে। এই বে-পরোয়া, লাগামছাড়া লুটের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে হয় বন্দুকের নলের ডগায়, নয়তো আকাশ পথে বোমা মেরে, অথবা মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে বছরের পর বছর জেলে পঁচিয়ে মেরে।

ওয়াকফ বোর্ডের আওতায় থাকা লক্ষ-লক্ষ একর জমি কর্পোরেটের হাতে তুলে দিতেই ওয়াকফ বিল সংশোধন করে সমস্ত জমি একচেটিয়া ভাবে হস্তগত করতে চাইছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। কেড়ে নিতে চাইছে মুসলিম জনসাধারণের সমস্ত ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অধিকার। এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই রাজ্যের ও দেশের নানা জায়গায় জনসাধারণের কিছু অংশ

জমায়েত হচ্ছে। প্রতিবাদ করছে।

প্রতিবেদন

প্রেস বিবৃতি ছত্তিশগড়, পি ইউ সি এল
মুলবাসী বাঁচাও মঞ্চ নিষিদ্ধকরণ শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের এক নামান্তর

বিশেষ জন-নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করে ছত্তিশগড়ে 'মুলবাসী বাঁচাও মঞ্চ' নিষিদ্ধকরণেকে পি ইউ সি এল, (মানবাধিকার সংগঠন) তীব্র বিরোধিতা করছে। বাস্তবত, দীর্ঘদিন ধরেই ছত্তিশগড়ের আদিবাসী জনগণের উপর দমন পীড়ন চালিয়ে তাদের জল জমি জঙ্গল থেকে উৎখাত করার বিরুদ্ধে এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, প্রতিবাদ করে আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ 'মূলবাসী বাঁচাও মঞ্চ'। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে, পি ইউ সি এল মনে করছে, বিজেপি সরকারের নিষিদ্ধকরণের এই পদক্ষেপ আদিবাসী জনগণের সাংবিধানিক ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকারকে হত্যা করার নামান্তর মাত্র।

গত কয়েকবছর ধরেই নিরাপরাধ, নিরীহ আদিবাসীদের গ্রেফতার,খুন এবং গ্রামসভার অনুমোদন বা অনুমতি ব্যতিরেকে বস্তারের বিভিন্ন গ্রামে পঞ্চম তফসীল এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনীর ক্যাম্প বসানোর বিরুদ্ধে 'মূলবাসী বাঁচাও মঞ্চ' লাগাতার শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। সিলগার আন্দোলনে নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা, বস্তারে আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ, মুটভেন্দী গ্রামের ছয় মাসের শিশু সন্তানের হত্যা, পিড়িয়া গ্রামে মাওবাদী তকমা দিয়ে সাধারণ, নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা— এই সবকিছুর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মাধ্যমে আদিবাসীদের পক্ষে 'মুলবাসী বাঁচাও মঞ্চ' জোরালো আওয়াজ তুলে এসেছে। এই সংগঠনটি গত দু'বছরের বেশী সময় ধরে সিলগার, নাম্বি ধারা, মুকারাম, গোর্ণা সহ বিভিন্ন গ্রামে গ্রামসভার অনুমোদন বা অনুমতি না-নিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীদের ক্যাম্প বসানোর প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্ণায় বসে।

ছত্তিশগড় সরকার গত ৩০ শে অক্টোবর, '২৪, সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 'মুলবাসী বাঁচাও মঞ্চ'-কে নিষিদ্ধকরণের কারণ হিসেবে দেখায় যে, ''মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কাজে বাধা তৈরী করেছে, উন্নয়নের স্বার্থে গ্রামে-গ্রামে নিযুক্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প তৈরীর বিরুদ্ধে গ্রামের সাধারণ আদিবাসীদের সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছে।''

'মুলবাসী বাঁচাও মঞ্চে'র বিরুদ্ধে ছত্তিশগড় সরকারের এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। একথা সত্যি যে ,তারা গ্রামের ভেতর নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প বসানোর বিরোধীতা করেছে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা 'উন্নয়নের' বিরোধিতা করেছে। এই সংগঠনটি ই বস্তারের বিভিন্ন গ্রামে স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণের জোরালো দাবি জানিয়ে এসেছে। একইসাথে ঐ অঞ্চলে খনিজ ও কাঠ নিষ্কাশন কারখানা নির্মাণ ও তার সহায়ক রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণের বিরোধিতাও তারা করেছে। এখন দেশের সব ক'টি সম্প্রদায়ের মানুষই স্থির করতে পারেন তারা নিজেদের জন্য কোন ধরণের উন্নয়ন চান। তাহলে কি এখন মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় সরকারী নীতির বিরোধিতা করা ও 'অপরাধ' হিসেবে বিবেচিত হবে?? PESA ও FRA আইনে পঞ্চম তফসীল এলাকায় গ্রামসভার অনুমতি বাধ্যতামূলক-ভাবে স্বীকৃত হলেও এই শর্তগুলি সমগ্র বস্তার জুড়ে নিদারুণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। মুলবাসী বাঁচাও মঞ্চের একাধিক কর্মসূচিতে কোনও হিংসাত্মক কার্যকলাপের আহ্বান ছিল না। আন্দোলনকারী গ্রামবাসীরাও কোনও সশস্ত্র আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন না। এমন-কী, ছত্তিশগড় সরকারের নিষিদ্ধকরণ বিজ্ঞপ্তিতেও কোনও হিংসাত্মক কার্যকলাপের উল্লেখ নেই। ছত্তিশগড়ের নির্বাচনী পার্টিগুলির একাধিক জন প্রতিনিধি, বিভিন্ন ঘরাণার সামাজিক সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃত্বও আদিবাসীদের এই আন্দোলনে অংশ নেন। সিলগার আন্দোলনের পরে-পরেই মুলবাসী বাঁচাও মঞ্চ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় আমন্ত্রিত হয়। পাশাপাশি, আন্দোলনের নানা স্তরে বস্তারের বিভিন্ন কালেক্টর ও এস পি দের সাথেও তারা নিয়মিত যোগাযোগে থাকে।

এমতাবস্থায়, মুলবাসী বাঁচাও মঞ্চের মত একটি গণতান্ত্রিক যুব সংগঠনকে এই ভাবে নিষিদ্ধ করা সমাজের কাছে স্পষ্টভাবে এই বার্তাই দেয় যে, সরকার তার নীতি গ্রহণ ও কার্যকরী করার প্রশ্নে কোনও বিরোধী বা ভিন্ন মতকে সহ্য (গ্রাহ্য) করবে না।

ভারতের সংবিধানের ১৯ (১) (সি) ধারায় নাগরিকদের সভা ও সমিতি গঠনের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এই অধিকার ভারতীয় নাগরিকদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক সংগঠন করার

স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই অধিকার বলেই নাগরিকদের সঙ্ঘবদ্ধতায় একটি যৌথ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। যে-কোনও মৌলিক অধিকারের পরিধি কেবলমাত্র তখনই খর্ব করা যেতে পারে, যদি সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় কারণ থাকে। কিন্তু সরকারের বিজ্ঞপ্তিও এমন কোনও কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টই রামলীলা ময়দানের ঘটনা (৪-৫-২০১১) বনাম সরাষ্ট্র সচিব ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদার্স মামলায় রায় দেয় যে, ক্ষ্ম ২০১১ সালের ৪ এবং এবং ৫ জুন রামলীলা ময়দানে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, সুপ্রিম কোর্ট তার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের আদেশে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, ''মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অবস্থান, বিক্ষোভ এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সমবেত হওয়া এবং অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার এমন-কী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণের অধিকার জনগণের রয়েছে। সরকারকে অবশ্যই এই জাতীয় অধিকারগুলিকে সম্মান করতে হবে এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে উৎসাহিত করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারকে প্রয়োগে সহায়তা করা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, রাষ্ট্র নিজের প্রশাসনিক ক্ষমতা, আইনি অস্ত্র এবং নানা ধরণের নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার নামে আদেশ জারি করে কিংবা সেই লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এমন অধিকারের প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না-করে। নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ শুধুমাত্র তখনই প্রয়োগ করা উচিত, যখন প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শান্তি বিপন্ন হয়, নতুবা এ'টি সামাজিক ব্যবস্থাকে ব্যাহত করতে পারে। রাষ্ট্রের ওপর অর্পিত এই প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতার প্রয়োগ সতর্কতার সঙ্গে এবং স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। এর উদ্দেশ্য সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারের উদ্দেশ্য পূরণ, তাদের ধ্বংস-সাধন নয়।"

এই নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে ছত্তিশগড় সরকার বস্তারের মুলবাসী জনগণের স্বরকে দমন করে সেখানকার বিস্তীর্ণ জঙ্গলকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে। একথা আমরা সবাই জানি যে, মাওবাদী বিরোধী অভিযানের নামে এই সরকার বস্তারের আদিবাসী ও অন্যান্য অধিবাসীদের ভুয়ো সঙ্ঘর্ষে হত্যা করেছে, মিথ্যা মামলায় জেলবন্দি করেছে। এটা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক যে, 'মুলবাসী বাঁচাও মঞ্চে'র মত যুব সংগঠনের সাথে কোনোরকম আলোচনায় না-বসে এইরকম একটি যুব আন্দোলনকে ছত্তিশগড় সরকার নিষিদ্ধ করছে এবং তাদের মাওবাদের দিকে চালিত করছে।

জুনাস তিরকি (সভাপতি)

কলাদাস তিহারিয়া (সেক্রেটারি)

তথ্যানুসন্ধান

জুপিটার ওয়ার্কস লিমিটেড, কেওটা, হুগলী
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, চুঁচুড়া শাখা

ঘটনা

১৭ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪, তারিখের খবরের কাগজে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা যায় যে, বিশ্বকর্মা পূজোর আগের দিন অর্থাৎ ১৬ তারিখ বিকেলে হুগলির সাহাগঞ্জে রেলের যন্ত্রাংশ তৈরীর একটি বেসরকারি কারখানার সামনে কারখানার সুপারভাইজার পাপ্পু দাস (৪৫) ওরফে দেবাকে পিটিয়ে মেরেছে সেই কারখানার কয়েকজন শ্রমিক। ১৮ই সেপ্টেম্বরের কাগজ থেকে জানা যায় পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতেরা হলেন, স্থানীয় মোল্লা পোতার বান্টি দাস, শ্রবণ কুমার দাস এবং টিটাগরের শ্যামসুন্দর সাউ। বান্টি ও শ্রবণ ওই কারখানার শ্রমিক এবং শ্যামসুন্দর একজন সাবকন্ট্রাকটার।

অনুসন্ধান

গত ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে চুঁচুড়া এ পি ডি আর শাখার একটি তথ্যানুসন্ধানী দল সাহাগঞ্জে যায়।

হুগলী জেলার সাহাগঞ্জ বিখ্যাত ছিল ডানলপ টায়ার কারখানার জন্য। ডানলপ টায়ার কারখানার ঠিক আগে জি টি রোডের উপরেই রেলের ওয়াগান তৈরীর কারখানা, Jupiter Works Ltd.। গত শতাব্দীর নয়ের দশকে এই কারখানা পেঞ্চ স্টিল (Pench still) রড তৈরীর কারখানা হিসেবে খ্যাত ছিল। ২০০৪ সাল নাগাদ এই কারখানা হাত বদল হয়ে রেলের ওয়াগান তৈরীর কারখানাতে পরিণত হয়। ওয়াগান তৈরীর এই কারখানায় বর্তমানে প্রায় তিন হাজার শ্রমিক কর্মরত। যতদূর

খবর সংগ্রহ করা গেছে, এই কারখানায় খুব অল্প সংখ্যক স্থায়ী শ্রমিক আছে। রেলের ওয়াগান তৈরীর এই কারখানায় বাকী সব শ্রমিকই 'চুক্তি ভিত্তিক' উৎপাদক হিসেবে কর্মরত। শ্রমিকদের দিন হিসেবে মজুরি ধার্য্য আছে।

ঘটনা প্রবাহ

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, বিশ্বকর্মা পূজোর আগের দিন। কারখানার প্রতিটি বিভাগেই পূজো হয়। বিশ্বকর্ম্মা পুজো কারখানার শ্রমিকদের আনন্দের একটি দিন। কারখানা গেটের উল্টোদিকে, জি টি রোডের পূর্বদিকে গায়ে-গা' লাগানো বেশ কয়েকটি চা-জল খাবার এবং ভাতের হোটেল আছে। এ-দিন বেলা ৩'টে নাগাদ কারখানার মেইন গেটের প্রায় সরাসরি উল্টোদিকে চায়ের দোকানের ঠিক সামনে এই গণপিটুনির ঘটনাটি ঘটে। বাক-বিতন্ডার পরই হাত-হাতি শুরু হয়। কিল-চড়-ঘুষিতেই মারা যায় শ্রমিক-সুপারভাইজার পাপ্পু।

কারখানার প্রধান গেটে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি। যদিও কেউ কথা বলতে চাননি। আশপাশের দোকানগুলির কেউ মুখ খুলতে চাননি। শেষে এক পূর্ব পরিচিত শ্রমিক আমাদের কিছু তথ্য ও ঠিকানা দেন। সুত্র মারফত খবর পেয়ে আমরা আমরা ঝাঁপ পুকুর, খাটাল অঞ্চলের মহল্লায় যাই। সেখানে পাপ্পু যে ওয়াগন ডিপার্টমেন্টের সুপারভাইজার ছিলেন, সেই ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারি। জানা যায়,কারখানার ওয়াগান বিভাগের বড় শ্রমিক ঠিকাদার (লেবার সাপ্লায়ার) রবি সিং, যিনি বাবন সিং নামে পরিচিত। কলকাতার দমদম অঞ্চলে থাকেন। তিনি প্রায় ৬০০ শ্রমিক সাপ্লাই করেছেন এই কারখানায়। সাপ্লায়ার বাবন সিং-এর একজন সাব-লেবার সাপ্লায়ার শ্যাম। জানা গেছে, এই শ্যাম মূল ঠিকাদার বাবন সিং-এর কাছে ২ লক্ষ টাকা পাবেন। সেই টাকা না-পাওয়াতে নিজের ঠিকা শ্রমিকদের বিশ্বকর্ম্মা পুজোর প্রাককালেও শ্যাম ঠিকাদার টাকা দিতে পারেনি।

১৬ই সেপ্টেম্বর, দুপুর নাগাদ শ্যাম কারখানায় তাঁর অধীনে নিযুক্ত কয়েকজন শ্রমিকদের সাথে বসে মদ্যপান করছিলেন, সেই সময় এক শ্রমিক শ্যামকে জানান যে, পাপ্পু তাঁদের বলছে যে, শ্যাম টাকা দিতে পারছে না, তাঁরা শ্যামকে ছেড়ে পাপ্পুর কাছে চলে আসুক,পাপ্পু আরো বেশি মজুরী দেবে।এই কথা শুনে উত্তেজিত শ্যাম তাঁর শ্রমিকদের নিয়ে কারখানায় পাপ্পুকে গিয়ে ধরেণ। বিশ্বকর্মা পূজোর আগের দিন পাপ্পুও খুব স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না। পাপ্পুর সঙ্গে চেচাঁমেচি শুরু হয়। কারখানার নিরাপত্তা রক্ষীরা তাঁদের কারখানার বাইরে গিয়ে ঝামেলা করতে বলে। তাঁরা ঝগড়া করতে করতেই গেট দিয়ে বেরিয়ে উল্টোদিকের চায়ের দেকানের সামনে পৌঁছাতে -পৌঁছাতে ঝগড়া, মারামারিতে পরিণত হয়। শ্যাম ও তার সঙ্গী শ্রমিকরা কিল-ঘুষি মারতে থাকে পাপ্পুকে। মারা-মারি দেখে কিছু শ্রমিক থামাবার চেষ্টা করেন। ওয়াগান বিভাগের ক্রেন চালক চন্দন পাপ্পুকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে ওঠেনি। সে নিজেও আহত হয়। পাপ্পু ও চন্দনকে ব্যান্ডেল ই এস আই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পাপ্পুকে হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করে এবং চন্দনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়।

খাটাল মহল্লার একই বাড়ির দুই ভাই বান্টি ও শ্রবণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ২০ সেপ্টেম্বর,'২৪, তাঁদের কোর্টে তোলার দিন, ফলে তাঁদের বাড়িতে কাউকে পাওয়া যায়নি। পাশের বাড়ির একজনকে পুলিশ অভিযুক্ত-তালিকায় নাম দিয়েছে। তাঁর বাড়ি থেকে দাদা-বৌদি সবাই বলেন, ছেলেটি চায়ের দোকানে ছিলেন। কিন্তু কোনওভাবে মার-পিঠে যুক্ত নয়। সি সি টিভি ফুটেজে জমায়েতে তাঁকে দেখে তাঁর নাম দিয়েছে। নাম থাকায় পুলিশ ধরবে এই আশঙ্কায় তাঁর বৃদ্ধ মা মারা গেছেন, দু'দিন আগে। যদিও পুলিশ তাঁকে ডাকেনি।

গণপিটুনির হত্যার তথানুসন্ধানের সূত্রে কারখানা সংক্রান্ত অন্য একটি বিষয় আমাদের সামনে এসেছে। কয়েকজন শ্রমিক আমাদের জানিয়েছেন, এত কম মজুরীতে তাঁদের সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওভারটাইম করলে তবে কিছু পয়সার মুখ দেখা যায়। শ্রমিকদের ইএস আই এবং পি এফ আছে। কিন্তু পি এফ-এর জমা টাকার যে কাগজ ঠিকাদার তাদের দেন, তার সংগে পি এফ-এর সিস্টেম তাঁরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখলে, জমা অঙ্ক মেলানো যায় না। শ্রমিকরা বলেছেন, দেখা যায় ঠিকাদার বেতন থেকে এক হাজার টাকা কেটেছেন কাগজে দেখাচ্ছেন, অথচ, নেটে সার্চ করলে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৫০০'শ টাকা জমা পড়েছে। মূল বেতনের সঙ্গে ওভারটাইমের টাকা থেকেও পি এফ কেটে নেয়। অথচ এমনটা হওয়ার কথা নয়।

ঠিকাদার যে-কোনও সময়, যে-কোনও শ্রমিককে ছাটাই করতে পারে। শ্রম আইনের বিন্দু-বিসর্গ এখানে মানা হয় না, দেখারও কেউ নেই। কোনও ইউনিয়ন নেই এই কারখানায়। যতদূর খবর পাওয়া গেছে, এই কারখানার শ্রমিকের অধিকাংশ ভিন রাজ্যের হিন্দিভাষী। ফলতঃ শোষণ-শাসন চালাতে

ঠিকাদারদের ও কারখানা কতৃপক্ষের সুবিধা হয়।

৫ই অক্টোবর,২০২৪ এ পি ডি আর-এর একটি অনুসন্ধানী দল হাবড়ায় গিয়ে পাপ্পুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে। এটা জানা যায়, ঠিকাদার রবি সিং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন ও সাহায্য করবেন বলেছেন। পাপ্পুর ভায়রাভাই পুলিশে কর্মরত ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পোস্টেড। পাপ্পুর স্ত্রী জানিয়েছেন ক্ষতিপূরণ বা পেনশন সংক্রান্ত বিষয়গুলি তাঁর ভগ্নীপতি দেখা-শুনা করছেন। প্রয়োজন হলে তাঁকে এপিডিআর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ

১) শ্রমিকদের মধ্যে এক সাধারণ ঝগড়া-ঝাটির ঘটনায় দুই পক্ষই মত্তাবস্থায় থাকায় সামান্য ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে এক গণপিটুনির চেহারা নিয়েছে এবং মৃত্যুটি সম্পূর্ণভাবে অনিচ্ছাকৃত।

২) কারখানার মধ্যে শুরু হওয়া ঝগড়ার সময় নিরাপত্তা রক্ষীরা যদি বিবদমান দুই পক্ষকে কারখানার বাইরে যাবার নির্দেশ না-দিয়ে ঝগড়া থামতে হস্তক্ষেপ করতেন,তাহলে হয়তো বিষয়টি এতদূর গড়াতো না।

৩) পুলিশ সি সি টিভি ফুটেজের ভিত্তিতে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। অনর্থক হয়রাণির কোনও অভিযোগ এপিডিআর পায়নি।

৪) জুপিটার ওয়ার্কস লিমিটেড কোম্পানীতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজন আছে। তিন হাজার শ্রমিক নিয়োজিত একটি কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন নেই, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। শ্রমিকরা জোটবদ্ধ হবে না! দাবি-দাওয়া জানাবে না! কোন অদৃশ্য কারণে এই কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠলো না, দেখা দরকার।

তথ্যানুসন্ধান দল: চৈতালী দাস, কমল দত্ত, অমল রায়, জয়দেব দাস

তথ্যানুসন্ধান: পানিহাটি শাখা

সাংবাদিক লেখক ও বিশিষ্ট সমাজ কর্ম্মী শিপ্রা চক্রবর্ত্তী'র সোদপুরের এইচ বি টাউন, পল্লীশ্রী'র বাড়িতে এন আই এ-এস টি এফ এবং পুলিশ বাহিনী'র তল্লাশী অভিযান নিয়ে এপিডিআর পানিহাটি শাখার তথ্যানুসন্ধান।

১ লা অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে, এলাকার দীর্ঘদিনের বিশিষ্ট সমাজকর্ম্মী, আসানসোলের কয়লা খনি শ্রমিকদের নিয়ে গবেষণাধর্ম্মী কাজে রত সাংবাদিক ও 'আধিকার পত্রিকার সম্পাদক সমাজকর্ম্মী শিপ্রা চক্রবর্ত্তী'র সোদপুর এইচ বি টাউন সংলগ্ন পল্লীশ্রী'র বাড়িতে কাকভোরে অনৈতিক তল্লাশী অভিযান চলে। ন্যাশানাল ইনভেস্টিগেশন (NIA)-এর নেতৃত্বে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (STF), র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (RAF) এবং স্থানীয় ঘোলা থানার পুলিশকর্ম্মী সহ ২০-২৫ জনের একটি দল হানা দেয়।

উক্ত ঘটনা উক্ত ঘটনা সংবাদ শিরনামে আসার অব্যাবহিত পরেই গত ২ অক্টোবর, ২০২৪ এপিডিআর পানিহাটি শাখার ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শিপ্রা চক্রবর্ত্তী'র বাস ভবনে তথ্যানুসন্ধানে যায়।

জানা যায়, এন আই আই-এর এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, রাঁচির একটি ফৌজদারি মামলায় (কেস নং ১৬০) কয়েকজন অভিযুক্তের বয়ানের ভিত্তিতে উঠে আসা নাম শিপ্রা চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাঁর বাসভবনে তল্লাশি চালানো। এন এই এ-এর ইন্সপেক্টর এবং উল্লেখিত মামলার তদন্তকারী অফিসার অভয় কুমার সিং-এর নেতৃত্বে উল্লেখিত এজেন্সিগুলে ও ঘোলা থানার পুলিশকর্ম্মীরা সকাল ৬'টা থকে বেলা ১১'টা পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করে গোটা বাড়িতে তল্লাশী চালায়।

শিপ্রা চক্রবর্ত্তী'র ব্যবহৃত সব ধরণের ইলেক্ট্রনিক গেজেটও (মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাব, কম্পিউটার ইত্যাদি) তল্লশী চালায়। এই অভিযানে মহিলা পুলিশকর্ম্মীদের ব্যবহার করলেও একজন মহিলা সমাজকর্ম্মী তথা একজন নাগরিকের বাড়িতে এই রকম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আবহ নির্ম্মাণ করে তাঁর বাসভবন তল্লাশ করা অনৈতিক এবং সব ধরণের মানবাধিকার সনদের বিরোধী কাজ। সুপ্রীম কোর্টের রায়েও অতীতে এই ধরণের বিষয়কে আইনের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেছে।

ঠিক ভোর ৬'টায় এজেন্সি দল বাসভবন ঘিরে ফেলে। এবং এন আই এ-এর একজন পাঁচিল টপকে শিপ্রাদেবীর ঘরে প্রবেশ করে। এই আচরণ শুধু অশোভন নয়, বে-আইনি এবং সংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে শিপ্রাদেবী'র প্রতি অন্যায়ভাবে সম্মানহানি করার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে কোনও অভিযুক্তকে এভাবে সন্ত্রস্ত করা , বিচারপতি ডি কে বসু'র নির্দেশিকা অনুযায়ী, অভিযুক্তের ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকারকে লঙ্ঘন করে। যুক্তিতে বলা হয়েছে, নির্দোষ প্রমাণিত হ'লে পুলিশ তাঁর সামাজিক সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। এন আই এ-এর পক্ষ থেকে

সার্চ ওয়ারেন্ট দাখিল করলেও তাতে স্বাক্ষরকারী আধিকারিকের আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন অবকাশ আছে,। জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে তাঁকে নৈহাটি যাত্রা'র একটি টিকিট দেখিয়ে তাঁ রেল যাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়। শিপ্রাদেবী তার সন্তোষজনক উত্তর দেন বলে এপিডিআর-কে জানিয়েছেন।

শিপ্রা চক্রবর্ত্তী'র নামে ইস্যু করা এন আই এ আধিকারিক দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি পত্র (NIA-RC-০১/২০২২/RNC dt. ২৫/০৪/২০২২) থেকে জানা যায় যে, ২০২২ সালে ১৬০ নং ফৌজদারি মামলায় ঝাড়খন্ড সরকারের পক্ষে সাবেক ভারতীয় দন্ড বিধির (আই পি সি)'র sec. ১২০B, ১২১A এবং UA (P) act. ১৯৬৭ এর sec. ১৭, ১৮, ১৮B, ২০, ২১, ৩৯, ৩৯ & ৪০ প্রভৃতি ধারায় অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে শিপ্রা চক্রবর্ত্তী'র নাম উঠে আসায় তাঁর বাসভবন তল্লাশ করার জন্য তাঁরা বৈধ সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছিলেন। এন আই এ-এর আধিকারিকরা রাঁচিতে অবস্থিত আঞ্চলিক তাঁদের কার্যালয়ের (E-৩০৬, Sec.-২, ধারওয়া, রাঁচি) সঙ্গে যুক্ত। তল্লাশী পর্বে শিপ্রাদেবীর মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করার সময় তাঁর ব্যক্তিগত ছবিগুলি ডিলিট করার অনুরোধ প্রত্যাখান করেন যা' ভারতের সর্ব্বোচ্চ আদালতের রায়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার বা ব্যক্তি পরিসরের অধিকারকে লঙ্ঘন করে। এন এ আই-এর এই আচরণ সমাজে, সর্ব্বোপরি একজন মহিলার সম্ভ্রমহানির পক্ষে যথেষ্ঠ ছিল। তল্লাশী অভিযান শেষ হওয়ার পরে শিপ্রা চক্রবর্ত্তীর পেশার প্রয়োজনীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ধরণের ইলেকট্রনিক গেজেট বাজেয়াপ্ত করা হয় (সিজার লিষ্ট অনুসারে)। ফলে, শিপ্রাদেবীর জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবহার যোগ্য কম্পিউটার না-থাকায় প্রকৃতই তিনি কর্ম্মহীন হয়ে পড়েছেন, এ-কথা এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধানকারী দলকে তিনি জানিয়েছেন।

সুপ্রিমকোর্টের এই সংক্রান্ত একাধিক রায় আছে। অভিযুক্তের একান্ত পেশা নির্ভর ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হলে তাঁর জীবিকা নির্বাহের অধিকার লঙ্ঘিত হয়, তা' সংবিধানের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়। এ-ছাড়া তাঁর একাধিক ব্যক্তিগত ডায়েরি এবং কাগজ-পত্র বাজেয়াপ্ত করে, যা' তাঁর সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত।

এন আই এ বা যে-কোনও তদন্তকারী সংস্থার এমন অতিমাত্রিক পদক্ষেপ একজন স্বাধীন নাগরিকের বিচারপূর্ব্ব পর্য্যায়ে তাঁর বেঁচে থাকার অধিকারই হরণ হয় বলে মনে করে। সিজার লিষ্টে স্বাক্ষরকারী এন আই এ-এর আধিকার পদমর্যাদা বা সত্যতা নিয়ে তাঁরা সন্দিহান বলে জানিয়েছেন।

এন আই এ-এর পক্ষ থেকে একটি চিঠি দিয়ে শিপ্রা'দিকে রাঁচিস্থিত আঞ্চলিক কার্য্যালয়ে ১৮-১০-২৪ তারিখে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ-বিষয়ে এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধানী দলের পর্য্যবেক্ষণ হল, কলকাতায় অবস্থিত এন আই এ-এর মুখ্য কার্য্যালয় আর রাঁচির ধারওয়া হল শাখা কার্য্যালয়, অথচ, কলকাতার মানুষকে পাঠানো হচ্ছে রাঁচিতে! এও একপ্রকার নির্য্যাতন। রাষ্টের এই ধরণের মানসিক নিপিড়নকে সমিতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করে।

সমিতি এন আই এ-এর এই ধরণের অভিযানকে আইন সম্মত পন্থা বলে মনে করে না। ভারতের যে-কোনও নাগরিকই সাংবিধানিক অধিকারের বলে বাক এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন। সংবিধানের (১৯ (১) (৯) ধারা)। তাই পছন্দমতো রাজনীতি করার অধিকারও উক্ত ধারার অন্তর্ভুক্ত। এ-বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি মাননীয় পতঞ্জলী শাস্ত্রীর পর্য্যবেক্ষণ প্রণিধান যোগ্য। বাক স্বাধীনতা এবং সংবাদে মাধ্যমের স্বাধীনতা যে-কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলস্তম্ভ। অবাধ রাজনৈতিক আলোচনা ব্যতিরেকে গণচেতনা বিকশিত হয় না

তথ্যসূত্রঃ

(রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য AIR ১৯৫০ (C ১২৪, ১২৮), 'আমাদের সংবিধান' ন্যাশানাল বুক ট্রাষ্ট অফ ইন্ডিয়া, ভারত সরকার ।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ৬ অক্টোবর, ২০২৪, সকালে পানিহাটি হাসপাতাল সংলগ্ন পল্লীশ্রী, তীর্থভারতী অঞ্চলে এবং বিকেলে সোদপুর ষ্টেশনে পোষ্টার লাগানো হয়।

তথ্যানুসন্ধান: কলকাতা রাজাবাজার নারকেলডাঙ্গা এলাকায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা

৪ নভেম্বর, ২০২৪ আমরা এপি ডি আর-এর থেকে তথ্যানুসন্ধানে যায়, কলকাতা রাজাবাজারে। শুরুতেই রাজাবাজার মোড়ের কাছে একটি দোকানে বসে 'হিউম্যান কেয়ার' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক মহম্মদ জাভেদ আলম, সভাপতি শেখ আমজাদ উমর আহমেদ-এর সঙ্গে আমরা এপিডিআর- এর তথ্যানুসন্ধানী দল কথা বলি।

তাঁদের বিবৃতি অনুযায়ী, 'গত ১-১১-২৪ তারিখে রাতে, রাজাবাজারের চামরু সিং লেনের বাসিন্দা মহম্মদ ইরফান নামে

এক যুবক স্থানীয় শিখ গুরুদুয়ারার অপরপ্রান্তে কাঠগোলা লেনে জনৈক রাজেশের দোকানে রাত ৯টা নাগাদ জিনিষপত্র কিনতে গেলে আক্রান্ত হয়। এলাকার কুখ্যাত সমঝবিরোধী গুগি সিং তাঁকে তুচ্ছ কারণে মারধর করে এবং তাঁর দিকে পোষা কুকুর এগিয়ে দেয়। কুকুরটি ইরফানকে কামড়ায়। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গুগী ও তার দল ইরফানকে আটকে রাখে। তাঁকে বাঁচাতে ঐ পরিচিত দোকানদার রাজেশ ও এগিয়ে আসে।খবর পেয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে তার দাদা মহম্মদ ইমরান ওখানে গেলে তাঁকেও মারধর করে ঐ দুষ্কৃতীরা। এর পর আরও লোকজন রাজবাজার থেকে যায় ও ইরফানদের মুক্ত করে।

নারকেলডাঙ্গা থানায় যায়, গুগি সিং-এর নামে অভিযোগ দায়ের করে ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর ইমরানকে সঙ্গে নিয়ে নরকেলডাঙ্গা থানার পুলিশ গেলে পুলিশের সামনেই গুগি সিং তরোয়াল নিয়ে তাদের আক্রমণ করে ও গুলিও চালায়। শোনা যাচ্ছে এক পুলিশ কর্ম্মীও গুলিতে আহত হ'ন। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে ও গভীর রাত পর্যন্ত রাজাবাজার ও কাঠগোলা এলাকার দু'দল যুবকের মধ্যে বোতল ছোড়াছুড়ি এবং সঙ্ঘর্ষও হয়। পরের দিনও দফায়-দফায় সংঘর্ষ হয়। নারকেলডাঙ্গা থানায় বহু মানুষের রাতভর জমায়েত হয়, সেখান থেকে উত্তেজনা ছড়ালে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে ও লাঠি চালায়। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন হয়। গুগি সিং গা' ঢাকা দেয়। পরের দিন মহম্মদ ইমরানের অভিযোগের ভিত্তিতে এফ আই আর হয় (FIR no ০৩০৪ Dtd ২.১১.২৪)। এবং পুলিশও সুয়োমোটো মামলা দায়ের করে । এলাকার মুসলিম ছেলেদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ও মামলা হয়েছে (Case No ৩০৪-এ ১৮৯, ১৮৯(C), ১৯৫,১৯৫(১), ১৩২, ১২১, ৩২৪(B), ২৩ BNS ইত্যাদি ধারায়), গ্রেফতারও হয়েছে।

অভিযোগ একটি টিভি চ্যানেল ইন্ডিয়া টিভি মিথ্যে প্রচার করে যে, কালী পূজোর প্রতিমা নিরঞ্জনের উপর মুসলিমদের আক্রমণের জেরে রাজাবাজার এলাকায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছে। জনৈক অমিত মালব্য ও বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী সোস্যাল মিডিয়ায় এই মিথ্যে খবরকে সমর্থন করে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করে।

পরের দিন কাদাপাড়া শুকতারা পেট্রোল পাম্পের কাছে আজাদ প্যালেস ও সংলগ্ন এলাকায় গন্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে। ৩টি মাংসের দোকান ভাঙচুর লুট হয়। কাদাপাড়া কলাবাগান রুটে গত দিনের গন্ডগোলের জেরে মুসলিম অটো চালকদের অটো চালাতে নিষেধ করে গুগির দলবল। হায়দার নামের এক প্রৌঢ় অটো চালকের অভিযোগল, তাঁকে জোর করে অটো থেকে সওয়ারী নামিয়ে দিয়ে মারধর করা হয়। আদিল নামে এক অটো চালককে অটো থামিয়ে নাম জিজ্ঞেস করায় সে নাম বলতে ভয় পায়। এবং পোশাক খুলে তাঁকে যৌনাঙ্গ দেখাতে বলা হয়; সে মুসলিম কী-না পরীক্ষা করতে। জনৈক বাবুরাম এক হিন্দু অটো চালককেও মারধর করা হয়।

এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধানী দল ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে চমরু সিং লেনে মহম্মদ ইরফান এর বাড়িতে যায়। ইরফান এর বাবা-মা, স্থানীয় কিছু মানুষ এবং সংলগ্ন মসজিদের ইমাম সাহেবের উপস্থিতিতে কথা হয়। ইরফান ও তার পরিবার অভিযোগ করে, ঐ-দিনের ঘটনায় সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় ইরফান ও ইমরানকে গুগি সিং ও তার দলবল আক্রমণ করেছিল। তাঁরা অবিলম্বে গুগি সিং-এর গ্রেফতারির দাবি জানান। উপস্থিত ঈমাম সাহেব অভিযোগ করেন, 'এর আগেও (২০১৩ সালে একবার স্থানীয় একটি পুজা প্যান্ডেলে গো-মাংস ছুঁড়ে ফেলার ঘটনা এবং ২০১৯ সালে, একটি সংঘর্ষে মদত দেওয়ার ঘটনায় গুগি সিং-এর জড়িত থাকার উল্লেখ করে) ঐ দুষ্কৃতি গুগি সিং, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় নানা অপরাধমূলক কাজকর্ম করছে। তার উপরে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ও ক্ষুব্ধ। ২০২২ সালে পুরসভা ভোটে তার স্ত্রী বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হয়। ফলে, সহজেই অনুমেয় সে রাজনৈতিক মদতপ্রাপ্ত। তিনি আরও জানান, ১ তারিখ রাতে হিন্দুদের কালী পুজোর ভাসানে মুসলিমদের আক্রমণের কোনও ঘটনাই ঘটেনি। দাবি করেন, এই ঘটনা হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের চেহারা নিলেও, এর সূত্রপাত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন (নেশা গ্রস্ত গুগি সিং ও তার দলবলের হামলা) ঘটনা থেকে। এলাকায় দুই সম্প্রদায়ের মানুষই অশান্তি এড়িয়ে চলতে চান। ইদানিং নির্দিষ্ট অভিসন্ধি নিয়ে এলাকায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে গুগি সিংদের প্রচ্ছন্ন মদত দিচ্ছে রাজনৈতিক শক্তি।

আমরা এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধাননীদল শেষে কাঠ গোলা এলাকায় গেলে, দেখা যায়, স্থানীয় গুরুদ্বারকে ঘিরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। যাঁ'র দোকানের সামনে ঘটনার সূত্রপাত; সেই হিন্দু দোকানদার রাজেশ খুবই সন্ত্রস্ত। তিনি এবং তাঁর বাবা জানান, দোকানের পাশের গলিতে তাঁদের গোডাউনে জিনিষ নিতে এলে ইরফান আক্রান্ত হয়। যদিও ঘটনা তাঁরা দেখেননি। তাঁরা এই এলাকার বাসিন্দা নয়; ফলে, রাতের গন্ডগোলের ব্যাপারেও কিছু জানা নেই। যদিও তাঁরা

ইরফানকে অনেক বছর ধরেই চেনেন নিয়মিত ক্রেতা হিসেবে। রাজেশ ঘটনার সময় ইরফানকে বাঁচানোর চেষ্টাও করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন ঐ-দিনের পর থেকে তাঁদের দোকানের গোডাউন বন্ধ এবং গুগির স্ত্রী তাঁদের ফোন করে গোডাউন খুলতে বারণ করেছে। এতে তাঁদের মালপত্র নষ্ট হচ্ছে ও ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। তাঁরা পুলিশের কাছে গোডাউন খুলে দেওয়ার আবেদন জানানোর কথা ভাবছেন।

১০ নভেম্বর, '২৪ এপিডিআর-এর আর-একটি তথ্যানুসন্ধানী দল নারকেল ডাঙা মেইন রোড থেকে ষষ্ঠীতলা পোষ্ট অফিসের গলিতে সে-দিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া জানতে আবারও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে। মিক্সড পপুলেশন। এই এলাকায় মুসলিম বাসিন্দাদের পাশাপশি রয়েছেন নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত পাশাপাশি হিন্দু ও শিখ ধর্ম বিশ্বাসের মানুষেরাও। তাঁদেরও অনেকেই জানান যে, দুস্কৃতি গুগির নাম এই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছে, তিনি রাজনৈতিকভাবে বিজেপি আশ্রিত। এলাকায় গুন্ডামি করে ও নানা অসদুপায়ে ধনী হয়েছে। গত কিছু বছরে সে বারবার ধর্মকে অছিলা করে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ানোর ও সংঘাত তৈরি করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। মূলতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ বাসিন্দাদের বক্তব্য এলাকার মুসলিমদের সঙ্গে রোজকার জীবনে তাদের কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু গুগিই ঐ-দিন আবার সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে উত্তেজনা তৈরী করে। এর'ই প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম-প্রধান এলাকার কিছু মানুষজন দলবেঁধে এসে গন্ডগোলের প্ররোচনা দেয়, ঝামেলা করে। আগেও কয়েকবার কয়েকটি ঘটনায় মুসলিম যুবকের মধ্যে এইরকম উগ্র ধর্মান্ধ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এঁরা নির্দিষ্টভাবে সক্রিয় 'তৃণমূল কর্মী' বলে চিহ্নিত।

এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধানে উঠে এসেছে

১) ১ নভেম্বরের রাত্রের ঘটনার পর কাদাপাড়া থেকে নারকেলডাঙ্গা রাজাবাজার এলাকায় বড় রকম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

২) হিন্দু সম্প্রদায়ের ১২জন (১মহিলা সহ) এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ৪জন গ্রেফতার হয়েছে। যাঁদের ৬নভেম্বর, '২৪ তারিখ পর্যন্ত পুলিশী হেফাজতে থাকতে হয়েছিল।

৩) প্রশাসন প্ররোচনা ও অভিসন্ধিমূলক কাজকর্ম বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ না-করলে যে-কোনও সময় ছোট ঘটনা থেকে আবারও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অগ্নিগর্ভ চেহারা নেবে।

৪) জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশের উপস্থিতিতে এলকার মানুষের সঙ্গে দফায়-দফায় প্রশাসনের আলোচনা হয়েছে। উত্তেজনা গত কয়েকদিনে প্রশমিত হয়েছে, আপাতভাবে স্বাভাবিক হয়েছে জনজীবন। যদিও মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার না-হওয়ায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে।

বেলডাঙা কার্তিক পূজো, সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, মুর্শিদাবাদ জেলা

১৬ ই নভেম্বর ২০২৪ মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙায় কার্তিক পুজোর আলোক সজ্জাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর পরিস্থিতির তথ্যানুসন্ধান।

পূর্বকথা

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় কার্ত্তীক পূজোকে কেন্দ্র করে কার্তিক লড়াই বহু বছরের ঐতিহ্য। জেলার ও জেলার বাইরের বহু অঞ্চলের মানুষ এই কার্তিক লড়াই দেখতে আসে। ভিন্ন-ভিন্ন ধরণের প্রায় ২০০ কার্তিক প্রতিমার এক বিরাট বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। এই বিরাট পূজোর আয়োজনও প্রশেসনকে একসাথে মিলিয়ে বলা হয় কার্তিক লড়াই। পূজোতে বছরের পর বছর ধরেই হিন্দু মুসলিম সহ সমস্ত ধর্মের মানুষই নানা ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিরাট মেলা হয়। মেলাতে উভয় ধর্মের মানুষই অংশগ্রহণ করে। সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে এই উৎসবকে ঘিরে নানা ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। কয়েক বছর যাবৎ এলাকার অনেক বিদগ্ধ জনেই আশঙ্কা প্রকাশ করে, উৎসবটি যেন একটি ধর্মের করার চেষ্টা হচ্ছে। উভয় ধর্মের মানুষের যে ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল, তা' ক্রমশ কমে আসছে। গত বছর পূজোর সময় একটি মন্ডপের সজ্জায় বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে অনভিপ্রেতভাবে কিছু কটু কথা লেখা হয়। এলাকার বেশ কিছু মানুষ এর প্রতিবাদ করায় তা' বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশকে জানানো সত্বেও তারা এই ব্যাপারে কোনও তদন্ত করেনি। দোষীকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নিয়েও আসেনি।

১৯ শে নভেম্বর, ২০২৪, এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির একটি ছোট দল বেলডাঙা যায় তথ্যানুসন্ধান করতে। এপিডিআর বেলডাঙা শাখার সহযোগিতায় তথ্যানুসন্ধানটি সম্ভব হয়।

তথ্যানুসন্ধান দল প্রথমে এলাকার কয়েকজন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকের সাথে কথা বলেন। তাঁরা জানান, গত ১৬ ই নভেম্বর বেলডাঙ্গার হরিমতি স্কুলের কাছে ছুতোর পাড়ার গণেশতলা পূজো মণ্ডপে সজ্জাকে কেন্দ্র করে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ ওই পূজা মন্ডপের আলোক সজ্জায় সামান্য কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহর নাম করে অশ্লীল কথা ভেসে ওঠে। সেই আলোক সজ্জার ভিডিও চারিদিকে খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায়। মন্ডপকে ঘিরে উভয় ধর্মেরই ব্যাপক মানুষ জড়ো হতে থাকে। এলাকার মুসলিম জনসাধারণ আলোক সজ্জা ও পূজো তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়ার দাবি করে।

বিষয়টি নিয়ে পূজো কমিটির সাথে বচসা শুরু হয়। পুলিশকে সঙ্গে-সঙ্গে খবর দেওয়া হয়। এলাকার মানুষ ও দোকানদারদের বক্তব্য, পুলিশ আসতে দেরি করে। ততক্ষণে বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। পুলিশ আসলে এলাকার উভয় ধর্মের মানুষই পুলিশকে ঢুকতে বাঁধা দেয়। তার মধ্যেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সাথে জনসাধারণের এক প্রকার খন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। অল্প বয়সী যুবকরা ব্যাপক পরিমাণে এলাকায় সামিল হয়। মেলার জন্য দেওয়া রাস্তার কিছু সাধারণ দোকান ভাঙ্গা পরে। বিভিন্ন দোকানের সার্টারে ইঁট পরে। পূজো কমিটিকে রক্ষাকারী একাংশের হাতে লাঠি, বাঁশ, ঝাঁপাও দেখা যায়। কিন্তু খুব দ্রুতই বিষয়টি সামলে যায়। এলাকার উত্তেজনা কমে যায়। গণেশতলা পূজো মণ্ডপের দায়িত্বে থাকা ডেকোরেটরে কর্মরত বাসার শেখ-কে পুলিশ অ্যারেষ্ট করে। যদিও বাসার ওই অশ্লীল আলোক সজ্জা করার বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। বাসার সহ এলাকার কিছু মানুষ বলেন যে বাসারের কাছ থেকে পাসওয়ার্ড নিয়ে অন্য কেউ এই আলোক সজ্জা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করেছে। যদিও বাসারকে ডেকোরেটরের মালিক পুজোর কিছুদিন আগেই কাজে লাগিয়েছিল।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার অনেকেই বলেন, আপাত অশান্তি ও পুলিশের সাথে জনসাধারণের দ্বন্দ্ব এখানেই থেমে যায়। রাত আটটা নাগাদ ওই এলাকার উত্তেজক পরিস্থিতি অনেকটাই কমে আসে। এলাকার অনেকেই বলেন, আলোক সজ্জার বিষয়টি পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে, যা'তে এলাকায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। অনেকেই আবার বলেন, শুরুতেই পুলিশ যদি ওই নির্দিষ্ট আলোক সজ্জাটি বন্ধ করে দিত, তাহলে ওই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো যেত। এলাকার অনেকেরই মত, বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।

এলাকার জনৈক মাষ্টারমশায়গণ জানান, গণেশতলা পূজো মণ্ডপ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে হরেকনগর চামচ ফ্যাক্টরির কাছে বেলডাঙা বাজার থেকে কাপাসডাঙ্গা নিবাসী দুইজন মুসলিম যুবক বাইক নিয়ে গ্রামে ফিরছিলেন। সেখানে প্রায় ১৫-২০ জন বাঁশ, লাঠি, ঝাঁপা, হেসো নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়। এদের মধ্যে একজন এমন ভাবে হেসো চালায় যে মফিজুল শেখ নামক একজন বাইক আরোহী চরম সাঙ্ঘাতিক আহত হয়। তাঁকে বেলডাঙা হাসপাতাল থেকে বহরমপুরের মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে আনা হয়। আবার ওই মেডিকেল কলেজ থেকে কলকাতায় চিকিৎসা করতে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া বেলডাঙা বাজার থেকে আরও একটি বাইকে আরও তিনজন যুবক আসছিল। এদের সকলেরই বাড়ি ছেতানির কাছে নতুনপাড়া প্রাইমারি স্কুল সংলগ্ন পাড়ায়। নামঃ মমরেজ মোল্লা, মোহাম্মদ রাজু শেখ ও সবুর আলী। তাঁদের ওপরও ওই হরেক নগরের কাছে ১৫-২০ জন চড়াও হয়। লাঠি ও বাঁশের বাড়িতে মমরেজ ও সবুরের মাথা ফাটে। মমরেজের মাথায় চারটি ও সবুরের মাথায় ছ'টি সেলাই পড়ে। এছাড়া রাজু শেখ কে মাটিতে ফেলে পায়ে ঝাঁপা দিয়ে কোপানো হয়। তার পায়ে ৩২টি সেলাই পরে। তিনজনকেই মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা করানো হয়।

এই ঘটনার পর ব্যাপক মুসলিম মানুষ পুলিশকে ঘিরে ধরে। আবারও পুলিশ ও জনসাধারণের একটা খন্ড যুদ্ধ বেঁধে যায়। কলকাতা থেকে লালগোলা গামী, ভাগীরথী এক্সপ্রেস সহ কিছু ট্রেন বেলডাঙ্গা রেলগেটের কাছে আটকে যায়। শেষে অনেক রাতে এলাকার উত্তেজনা কিছুটা শান্ত হয়। পুলিশ এলাকা থেকে প্রায় ২২ জনকে অ্যারেষ্ট করে। এর মধ্যে ১৮ জন মুসলিম যুবক। রাত বারোটার পর ভাগীরথী এক্সপ্রেসকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুরো এলাকা পুলিশ ও র‍্যাফ নিয়ন্ত্রণে নেয়। এলাকায় সংশোধিত নতুন ফৌজদারি আইন দন্ডসংহিতার ১৬৩ ধারা, ১৬ তারিখ রাত্রি থেকে জারি করা হয়। ১৭ তারিখ থেকে সমস্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়। এরপর তথ্যানুসন্ধান টিমটি ছেতানির কাছে নতুন পাড়া প্রাইমারি স্কুল সংলগ্ন পাড়ায় তিনজন আহত যুবকের বাড়ি যায়। তাঁরা তিনজন আহত যুবক ও তাঁদের পরিবারের সাথে দেখা করে। এই তিনজন যুবকের মধ্যে দুইজন রাজু শেখ ও সবুর আলী ব্যাঙ্গালোরে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে। সবুর আলীর

পরিবারে বাবা-মা ছাড়া স্ত্রী-সন্তান আছে। এরা প্রত্যেকেই পরিবারের কর্ম্মক্ষম সন্তান। আহত যুবকদের পরিবার সহ এলাকার পঞ্চায়েত মেম্বার ও গ্রামের প্রায় সকলেই এই অজ্ঞাত আততায়ীদের শাস্তি চায়। প্রতিটি আহত যুবকদের পরিবার ক্ষতিপূরণ চায়।

উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ১৬ তারিখ, ওই হাঙ্গামার পর ১৭ তারিখ, কার্ত্তিক প্রতিমার প্রশেসন বন্ধ করা গেল-না কেন? তাই নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলে। গণেশতলা পুজোর আলোক সজ্জা নিয়ে সমস্যা বন্ধ করতে পুলিশের সক্রিয়তার অভাব নিয়ে এলাকার বেশকিছু মানুষ প্রশ্ন তোলে। বেলডাঙা থানার আইসি জামালউদ্দিন মন্ডলের ভূমিকা নিয়েও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই নানা প্রশ্ন তোলে।

বেলডাঙার এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জানান, সমস্ত ঘটনার পেছনে একটা অর্থনীতি থাকে। বেলডাঙার এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির পেছনেও একটা অর্থনীতি কাজ করছে। বর্তমানে বেলডাঙায় সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সমস্ত ক্ষেত্রেই এলাকার মুসলিম পরিবারের একটা বড় অংশ এগিয়ে এসেছে। বেলডাঙা থেকে বর্তমানে ছাত্রদের একটা বড় অংশ সামনের সারিতে। বেলডাঙা হাটে ও বাজারে বেশ ভালো পরিমাণ অর্থের চলাচল হয়। বেশ কিছু বছর ধরে বেলডাঙাকে নানা জায়গায় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ‘মিনি পাকিস্তান’ বলে উল্লেখ করা হয়। বিশেষত কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর বেলডাঙাকে এইভাবে অভিহিত করার চেষ্টা আরও বেড়েছে। বেলডাঙার এই অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্যও নানা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ইচ্ছে করেই তৈরী করা হচ্ছে। এলাকার বেশ কয়েকজন অভিযোগ করে, এই পরিস্থিতি বেলডাঙায় আগে ছিল না। কিন্তু ছাপাখানার কাছে বেলডাঙ্গা আশ্রমের মূল সংগঠক কার্ত্তিক মহারাজ ও বাদল মহারাজ আসার পর থেকেই এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব ক্রমশ বাড়ছে। কার্ত্তিক মহারাজের সমস্ত কার্য্যকলাপকে তদন্তের আওতায় আনার দরকার বলে অনেকেই মনে করছে।

পর্য্যবেক্ষণ

১) ১৬ তারিখ গণেশতলার পুজো মন্ডপে আলোক সজ্জা নিয়ে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল, তা’ সামাল দেওয়ার পরও রাত সাড়ে দশটা নাগাদ হরেক নগরের কাছে চামচ ফ্যাক্টারি সংলগ্ন এলাকায় আবার চারজন যুবককে কারা মারলো? যা’ নতুন করে ঝামেলার সূত্রপাত ঘটালো, তা অবিলম্বে তদন্ত করে দেখার দরকার।

২) পুজোমণ্ডপের আলোক সজ্জা কারা আল্লাহর নাম করে অশালীন কথা লেখে এবং কোন টেকনিক্যাল পদ্ধতিতে লেখে তা’ অবশ্যই গভীরভাবে তদন্ত করে সামনে আনা দরকার।

৩. বেশীরভাগ মানুষের কথাতেই এসেছে, বেলডাঙার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি পরিকল্পনা করে ঘটানো হয়েছে। এই পরিকল্পনার সাথে কারা জড়িয়ে, কাদের অঙ্গুলী হেলনে এই ঘটনা ঘটছে তা অবিলম্বে অনুসন্ধান করে জনসাধারণের সামনে আনার প্রয়োজন। চক্রান্তের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়, যখন দেখা যায় রাজ্যের বিজেপি নেতারা রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আঘাত করে বেলডাঙাকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও এনআইএ দিয়ে ঘেরবার দাবি করে।

৪. বেলডাঙার প্রতিটি এলাকাতেই হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে ও এই ধরণের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না-ঘটে সেই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আমাদের দাবি

১. গণেশতলা পুজো মণ্ডপে আলোক সজ্জাকে কারসাজি করা মাস্টারমাইন্ডদের উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্ত করে অ্যারেস্ট করতে হবে ও উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

২. রাত্রি দশ’টার পর দ্বিতীয় পর্য্যায়ে হরেক নগরের কাছে কারা চারজন যুবককে সাংঘাতিক মারধর করলো, তা’ তদন্ত করে বের করতে হবে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে পরিকল্পিতভাবে এলাকার মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে। কারা বিঘ্নিত করছে তদন্ত করে জনসাধারণের সামনে আনতে হবে।

৩. কাপাসডাঙ্গা নিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত মফিজুল শেখ সহ নতুনপাড়া নিবাসী মমরেজ মোল্লা, মোহাম্মদ রাজু শেখ ও সবুর আলীকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ রাজ্য-কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে। এর সাথে মাড্ডায় যাদের ঘর ভাঙ্গা পড়েছে, তাদেরকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪. নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে অবিলম্বে বেলডাঙা থানার আইসি জামালুদ্দিন মন্ডলের ভূমিকাকে তদন্তের আওতায় আনতে হবে।

৫. ছাপাখানার কাছে বেলডাঙ্গা আশ্রমের সংগঠক কার্ত্তিক মহারাজ ও বাদল মহারাজের সমস্ত কার্য্যকারিতাকে তদন্তের আওতায় আনতে হবে।

৬. কোনভাবেই দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আঘাত করে বেলডাঙায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও এনআইএ মোতায়েন করা যাবে না।

এই তথ্যানুসন্ধানের উক্ত দাবিগুলিকে নিয়ে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি জেলার এস পি-কে ২৫ শে নভেম্বর ২০২৪ ডেপুটেশন দেয়। জেলার সমস্ত সাংবাদিকদের সামনে তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টটি রাখা হয়। এই রিপোর্টটি নিয়ে ২৫ তারিখেই বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা, দোষীদের শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবিতে পথসভা করা হয়। বেলডাঙার ঘটনার পর এপিডিআরই প্রথম সভা করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সভাতে লোক সমাগম হয়। সভাতে এবং ডেপুটেশনে জেলার বিভিন্ন শাখার নেতৃত্বরা আসেন ও বক্তব্য রাখেন। সিপিডিআর (এস) এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও বন্দি মুক্তি কমিটির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এই সভাতে বক্তব্যও রাখেন। তাঁরাও বেলডাঙার অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ে নিজেদের পর্যবেক্ষণ সকলের সামনে তুলে ধরেণ।

তথ্যানুসন্ধান টিমের পক্ষে রাহুল চক্রবর্তী সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি

তথ্যানুসন্ধান: হুগলী গ্রামীণ পুলিশ এলাকায় একটি নাবালিকার অন্তর্ধান ও পরবর্তী ঘটনা

গত ০৬/০৯/২০২৪, শুক্রবার একটি নাবালিকা ট্রেনে করে তার বাড়ীর স্টেশনের পরের স্টেশনে প্রাইভেট টিউটারের কাছে যায়। সময়মত বাড়ীতে না-ফেরায় অভিভাবকেরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করতে থাকেন। অল্প সময় পরে, হুগলী গ্রামীণ পুলিশের পক্ষ থেকে ঐ নাবালিকার অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। নাবালিকাটি এখন সুস্থ এবং তার বাড়ীতেই আছে।

গত ০৮/০৯/২০২৪ তারিখে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির একটি তথ্যানুসন্ধানী দল সংশ্লিষ্ট এলাকায় যায় এবং ঐ নাবালিকার জ্যাঠাইমা, জ্যাঠতুতো দিদি, মা'র সাথে কথা বলে। যেখান থেকে ঐ নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে সেখানকার মানুষের সাথে, একজন প্রত্যক্ষদর্শী সহ, কথা বলে। এছাড়াও গত ০৭/০৯/২০২৪ তারিখে, হুগলী গ্রামীণ পুলিশের অধ্যক্ষের সাংবাদিক সম্মেলনের ভিডিও রেকর্ডিংও তথ্যানুসন্ধানীরা শোনেন।

০৬/০৯/২০২৪ তারিখে এবং পরেও উদ্ধারকারী থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। তাঁদের দাবি যে নাবালিকাটিকে বলপূর্বক হরণ করে তাকে ধর্ষণ/ শ্লীলতাহানি করা হয়েছে এবং দোষীদের আড়াল করার জন্য চেষ্টা করছে পুলিশ প্রশাসন। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির তথ্যানুসন্ধানে এই অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি।

তথ্যানুসন্ধানী দলের কাছে ঘটনাক্রমের একটি পরিষ্কার চিত্র আছে। নাবালিকাটির বয়স এবং তার ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে তথ্যানুসন্ধানী দল এই প্রতিবেদনে তা' বিশদে বিবৃত করা থেকে বিরত থাকছে।

তথ্যানুসন্ধানী দল, অমল রায়, কমল দত্ত, চৈতালি দাস, বাপী দাশগুপ্ত এবং মানস চকবর্তী

তথ্যানুসন্ধান: এপিডিআর, উত্তরবঙ্গ

কুচলিবাড়ি, কোচবিহার জেলা

কুচলিবাড়ি থানার অন্তগর্ত ছিটবালাপুকুরির গ্রামবাসীদের সাথে বসা হয় নভেম্বরের এক তারিখ। এই এলাকা ছিটমহলের অংশ হওয়ার কারণে জমি সংক্রান্ত জটিলতা এলাকার মানুষের অন্যতম একটি সমস্যা হিসেবে আলোচনায় উঠে আসে। এলাকার মানুষ মুলত কৃষিজীবী। ধান, তামাক, চা, পান, আলু এবং কিছু পরিমাণে পাট এখানকার মুল কৃষিজ ফসল । ২০১২ সালে বাংলাদেশ-ভারতের জমি বিনিময়ের পর এখানকার মানুষের জমির দাগ, খতিয়ান তথা মালিকানা নির্দিষ্ট হয়। ২০১২ সালে ই গ্রামবাসীরা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি ও ভোটাধিকার পান। কিন্তু এখন ও বহু কৃষকের জমির প্রমাণাদি, কাগজপত্রের ভিত্তিতে মালিকানাস্বত্ত্বের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। যদিও সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য বি এল আর ও, এস এল আর ও অফিসে বারবার গিয়ে ও সমাধান হয়নি। গ্রামবাসীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ঐ পদগুলিতে কোনও নিয়োগ হয়নি। প্রাক্তন বি এল আর ও অবসরের পর থেকে ই পদগুলি নিয়োগশূণ্য হয়ে রয়েছে। কার্যত শাসকদলের কর্মীরা ই অস্থায়ী কর্মী হিসেবে এই দপ্তরগুলি চালায়। যারা সরকারীভাবে কোনও কাজের (স্বীকৃত) দায়িত্ব নিতে পারেন না। এখন ও অনেক জমির মাপজোখ বাকি রয়েছে। অথচ কাজ করার লোক নেই। আটটি অঞ্চলে মাত্র একজন রেভ্যেনিউ ইন্সপেক্টর আছেন। যা এলাকা পিছু একজন করে থাকার কথা। প্রশাসনিক দপ্তরে এই নিয়োগশূন্য পরিস্থিতির কারণে ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা, যারা জমিতে চাষ , উৎপাদন করলে ও

তাদের জমির মালিকানা এখন ও নির্দিষ্টভাবে সুনিশ্চিত হয়নি। গ্রামবাসীদের আশঙ্কা, যেকোনো দিন এই জটিলতার জন্য বড় ধরণের সংকট তৈরি হতে পারে।

স্বাস্থ্য

বেহাল অবস্থা এখানকার স্বাস্থ্য পরিষেবার ও। ছিলবালাপুকুরি গ্রামে একটিমাত্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। যা' অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে। সাপে কামড়ানোয় মৃত্যুর সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী হলেও এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও ওষুধ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ফলত, নূন্যতম চিকিৎসার জন্য ও গ্রামবাসীদের মেখলিগঞ্জ হাসপাতালে যেতে হয়। সেখানে নূন্যতম চিকিৎসা পাওয়া গেলে ও চিকিৎসক ,স্বাস্থ্যকর্মী এবং পরিকাঠামোগত অপ্রতুলতার কারণে তাদের জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়িতে রেফার করাই এক প্রচলিত ব্যবস্থা ।

শিক্ষা

দু'টি (কো এডুকেশন) হাইস্কুল আছে। এছাড়া এখানে আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল, নাগরিকদের পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সমস্যা। ভোটার ও আধার কার্ডে নাগরিকদের ভিন্ন ভিন্ন পদবী বা উপ-পদবী থাকার কারণে যে-কোন ও সরকারি কাজে, যেখানে পরিচয়পত্র প্রয়োজনীয় , গ্রামবাসীদের হয়রানি , হেনস্থা হতে হয়। সমস্যা এবং সমাধানের উপায়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক কারণ প্রশাসনিক দপ্তর গুলিতে আধিকাররদের অভাবে কোনও কাজ হয় না। এই সমস্যা আলোচনায় উঠে আসে এন আর সি ইস্যু। এন আর সি কী-ভাবে নাগরিকদের আত্মঘাতী সমস্যা হয়ে উঠবে সেই বিষয়ে আলোচনা করেন শর্মিষ্ঠা দি।আসামে ডিটেনশন ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা ও বলেন তিনি।

মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়িতে এলাকার মানুষের সাথে আমরা এপিডিআর কি ও কেন এই বিষয়ে আলোচনা ।

২ নভেম্বর, '২৪ মেখলিগঞ্জে উপস্থিত এলাকাবাসীদের মধ্যে কৃষকদের সংখ্যা-ই বেশি ছিল। এপিডি আর সংক্রান্ত আলোচনা চলতে চলতে মেখলিগঞ্জের সমস্যার মধ্যে দু'টি মুল সমস্যা উঠে আসে ।১) বি এস এফ ২) গ্রামীণ হাসপাতাল তথা স্বাস্থ্য পরিষেবা ।

১) বি এস এফ সমস্যার মধ্যে যেগুলি আলোচনায় আসে ১) জমি ও ফসল সংক্রান্ত - কৃষকরা তাদের নিজের জমির শেষ সীমা পর্যন্ত কৃষকদের বি এস এফ যেতে দেয় না। তিন ফুটের বেশী দৈর্ঘ্যের ফসল জমিতে লাগাতে দেয় না। যার ফলে কৃষকরা লাভজনক ফসল যেমন তামাক বা ভুট্টা চাষ করতে পারেন না।উল্টোদিকে আলু চাষ লাভজনক না হলেও কৃষকরা আলু চাষ করতে বাধ্য হন। উল্লেখজনকভাবে ,গ্রামবাসীরা এটাও বলেন যে, বিকেল ৫ টার পর এদেশের কৃষকরা নিজের জমিতে কাজ করতে না-পারলে ও বাংলাদেশের কৃষকরা বি এস এফ এর সামনে ভারতের কৃষকদের জমিতে ঢোকে। তাদের জমির ধান কেটে নেয়, এবং জমিতে বাংলাদেশের কৃষকরা গরু ও ঢোকায়। জমিতে গরু ঢোকানোর ফলে এদেশের কৃষকদের জমির ফসল নষ্ট হয়।

২) গেট বন্ধ - এন্ট্রি গেট বন্ধ ও খোলা নিয়ে ও সমস্যা দীর্ঘদিনের । গেট খোলার সময় - সকাল ৭-৯ টা, ১১টা থেকে দুপুর ১'টা , বিকেল ৩ টে থেকে ৫ টা। এই সময়ের বাইরে গেট বন্ধ থাকে ।এমনকি অনেক জরুরী পরিস্থিতিতে ও বি এস এফ গেট খোলে না। এর বিরুদ্ধে কৃষকরা প্রতিবাদ করতে গেলে কৃষকদের 'নো এন্ট্রি' (গেট দিয়ে জমিতে কৃষকরা যেতে পারেন না) করে দেয়। এই বিষয়ে থানা ও বি ডি ও এর পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

৩) চেক ইন - কৃষকরা ধান কেটে আনার পর প্রত্যেক আঁটি চেক করে বি এস এফ।

গোরু নিয়ে কৃষকরা জমিতে ঢুকতে গেলে গোরুর সাথে কৃষকের ছবি তুলে রাখে বি এস এফ। এমন-কী, বি এস এফ-কে, না-জানিয়ে কৃষকরা গোরু বিক্রি ও করতে পারেন না।

৪) নালা সমস্যা- মেখলিগঞ্জে বি এস এফ এর হিমালয় ক্যাম্পের আগে ও পিছনে, পূর্ব ও পশ্চিম বরাবর সি পি ডব্লিউ ডি'র দু'টো কালভার্ট আছে। এই কালভার্টে বি এস এফ জাল লাগিয়ে জঞ্জাল ফেলে। যার ফলে, কৃষকদের প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমিতে জল আটকে থাকে। জল আটকে থাকার ফলে প্রতিবছর-ই জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। গ্রামবাসীরা চাইছেন, কালভার্টের বদলে ঐখানে ব্রীজ তৈরী করতে। এই বিষয়ে বারবার সি পি ডব্লিউ ডি ও বি এস এফ এর কাছে আবেদন করার পরে ও কেউ কোনও উদ্যোগ নেয় নি।

২) হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবাঃ মেখলিগঞ্জ সদর হাসপাতাল জেলা হাসপাতাল হলে ও কার্যত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো নূন্যতম চিকিৎসাও পাওয়া যায় না। ডাক্তারদের রোস্টার লিভ ক্রমাগত চলতে থাকে । ফলে, চিকিৎসা অনিয়মিত হয়। একই ডাক্তার এমারজেন্সী ও ইন্ডোর রোগীদের দেখেন। হাসপাতালের ডাক্তারকে হাসপাতালে না-পেলেও তারা হাসপাতাল সংলগ্ন ওষুধের দোকানে চেম্বারে প্র্যাকটিস

করেন। প্রসূতি বিভাগে কোনও ডাক্তারকে পাওয়া যায় না। হাসপাতালে দালালরাজের রমরমা চলে।

এই সমস্যাগুলি ছাড়া ও আর-একটি সমস্যার কথা তারা বলেন । বাজারে গরু চুরির অভিযোগে গরুর মাংস বিক্রি বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। বাজারে মুসলিম মাংস বিক্রেতারা এই ঘটনায় খুব ক্ষতিগ্রস্থ হ'ন। প্রায় তিনমাস তাদের ব্যবসা বন্ধ থাকে। গ্রামবাসীরা এই নিয়ে প্রচন্ড বিক্ষুব্ধ। এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা চলে। অথচ কে গরু চুরি করেছে তাকে খুঁজে পায়নি পুলিশ। শুধুমাত্র সন্দেহের বশেই মুসলিম জনগণের রুটি রুজির অধিকার খর্ব করে স্থানীয় প্রশাসন।

এপিডিআর এর পক্ষ থেকে শর্মিষ্ঠা'দি এন আর সি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মেখলিগঞ্জে আলোচনার শেষে উপস্থিত কৃষকরা এপিডিআর-এর একটি প্রস্তুতি কমিটি গড়ার জন্য আগ্রহী হ'ন। আমাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আরও কিছুদিন কথা বার্তা এবং কাজের মধ্যে দিয়ে এই কমিটি গড়াই সমীচীন হবে। আপাতত, যোগাযোগের সুবিধার জন্য এখানে চার জন আহ্বায়ক ঠিক করা হয়েছে ।

হলদিবাড়িঃ বিকেল চারটায় আমরা হলদিবাড়িতে আলোচনায় বসি। এখানে এলাকার মানুষের সাথে কথা বলে আমরা জানতে পারি, বি এস এফ এর অত্যাচার শুধু কৃষকের জমির উপরেই সীমাবদ্ধ নয়, উপরন্তু গ্রামবাসীদের উপর ও চলে বি এস এফ-এর প্রতিদিনকার অত্যাচার- চোখ রাঙানি। সাধারণ গ্রামবাসীদের ব্ল্যাকার সন্দেহে ধরে নিয়ে গিয়ে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করানো এক নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। পনেরো নং ব্যাটেলিয়নের বি এস এফ কে নিয়ে গ্রামবাসীরা নির্দিষ্ট অভিযোগ করেন যে, আসলে চোরাচালানকারীদের নিরাপত্তা দিতে ই বি এস এফ গ্রামে সন্ত্রাস চালায়। রাত্রিবেলা কোনও গ্রামবাসীকে রাস্তায় দেখলেই তাদের বিনা কারণে মারধর করে, মিথ্যা মামলা দেয়। বি এস এফ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে মেখলীগঞ্জ থানা কোনও অভিযোগ নেয় না। ছোট খাটো চুরির ঘটনায় অভিযুক্তদের উপর মেখলিগঞ্জ থানা থার্ড ডিগ্রী অত্যাচার চালায়। বি এস এফ এর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের একাধিক অভিযোগ শুনতে-শুনতেই আমাদের আলোচনা সভার পাশেই চেঁচামেচি শুরু হয়। বিএসএফ-এর আত্যাচারে এখানকার সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন চালানোই দায় হয়ে উঠেছে।

একজন গ্রামবাসী অভিযোগ করেন, রাত দশটার সময় বাড়ি ফিরছিলেন বলে বি এস এফ জওয়ানরা তাকে উলঙ্গ করে রাস্তার পাশে বসিয়ে রাখে। তারপর তার বাড়িতে খবর পেয়ে তার বাবা পাড়ার লোক নিয়ে সেখানে এলে বি এস এফ তাকে জামাকাপড় পড়ে চলে যেতে বলে। পেশায় পুরোহিত আরেকজন গ্রামবাসী অভিযোগ করেন, কালীপুজোর রাতে তিনি পুজো সেরে ফিরছিলেন বলে বি এস এফ তাকে সাইকেল থেকে নামিয়ে যথেচ্ছ গালিগালাজ করে এবং সাইকেল কেড়ে নেয়।

অভিযোগের স্তুপ জমা হচ্ছিল এমন সময় গ্রামবাসীরা একজন টোটোচালকের কথা বলেন, যিনি কালীপুজোর রাতে রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ টোটোতে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে একবার বি এস এফ রাস্তায় আটকায় এবং ফেরার পথে বি এস এফ জওয়ানরা তাকে একা পেয়ে গরু পাচারকারী বলে মারধর শুরু করে। তার টোটোর চাবি কেড়ে নিয়ে টোটো থেকে নামিয়ে দেয়। টোটোচালকের নাম জিতেন বর্মণ। তিনি ও ঐ আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। আমরা দেখি, তার গাল ফুলে গেছে ,হাতে এই নিগ্রহের দাগ রয়েছে। জিতেন বাবুর কাছে ঘটনার কথা জানতে চাই লে তিনি প্রচন্ড সন্ত্রস্ত বোধ করেন। তার দাদা বলেন, ওই মদ্যপ বিএসএফ জিতেনের চাবি কেড়ে নিয়ে নিজেই টোটো চালাতে শুরু করে। জিতেন তখন টোটোতেই বসে। এর মধ্যে ভারসাম্য হারিয়ে দুই সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা দেয়। এই নিয়ে যখন গোলমাল বেঁধেছে, তখন প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যায় জিতেন ও নিজের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেয়। সব শুনে পঞ্চায়েত সদস্য যোগাযোগ করেন বিএসএফ এর এক অফিসারের সঙ্গে। এবং তার আশ্বাসে জিতেনের দাদা রঞ্জিত বর্মন গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পে টোটো উদ্ধার করতে যান। কিন্তু তাকে টোটো না দিয়ে জিতেনকে আসতে বলে বিএসএফ এর লোকজন। ওরা গ্রামে ফিরে এসে জিতেনকে সঙ্গে নিয়ে আবার ক্যাম্পে যান। তখন সকলের সামনেই জিতেনকে পিছমোড়া করে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে ওই মদ্যপ বিএসএফ। অবস্থা বেগতিক দেখে ওই মধ্যস্থতাকারী অফিসার তাকে নিরস্ত করে। টোটো মেলে না, রঞ্জিত বর্মনরা ফিরে আসেন। পরের দিন সকালে হলদিবাড়ি থানায় পুরো ঘটনা জানিয়ে তারা লিখিত অভিযোগ জানান। কিন্তু অভিযোগপত্র নিলেও থানা কোনো প্রাপ্তিস্বীকার সূচক কপি দেয় না, এবং আপসে মীমাংসা করে নিতে বলে।

আমরা যাওয়ার একদিন আগে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা সহ এলাকায় বি এস এফ এর বর্বরতম অত্যাচার যে একজন নাগরিকের আত্ম মর্যাদার উপর আক্রমণ আমরা সে কথা গ্রামবাসীদের সামনে তুলে ধরি এবং এর প্রতিবাদে থানায়

যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। প্রায় দু'শো জন গ্রামবাসী আমাদের সাথে যান যাদের অধিকাংশের অভিযোগ ছিল, বি এস এফ এর বিরুদ্ধে থানা কোনও অভিযোগ নেয় না। গ্রামবাসীদের এই অভিযোগ যে সত্যি তা আমরা থানায় গিয়ে বুঝতে পারি। মেখলিগঞ্জ থানার আই সি ঐ সময় থানায় ছিলেন না। মেজবাবুর মাধ্যমে বড়বাবুর সাথে যোগাযোগ করা হলে উনি থানায় আসছেন বলে জানান। বড়বাবু জানান তিনি ঠিক করেছেন, এই বিষয়ে তিনি গ্রামবাসীর সাথে আলোচনা করবেন। এবং বি এস এফ - গ্রামবাসীদের সাথে একটা মীমাংসা করিয়ে দেবেন। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা তাকে বলি, এইরকম ভয়ঙ্কর, অসম্মানজনক ঘটনার পর আগে অভিযোগের ভিত্তিতে এফ আই আর করতে হবে, তারপর আলোচনা হবে । অনেক টাল বাহানার পর প্রায় দেড় ঘন্টা পর এফ আই আর করতে বাধ্য হোন আই সি- বড়বাবু। একথা ও বলতে হয়, ঐ দিন ঐ সময় বি এস এফ ও একটি ভ্যানে করে এক বিশালাকার গরু নিয়ে আসে থানায়। গ্রামবাসীরা বলেন, ঐ গরুই জিতেন বাবুকে গরু পাচারকারীর প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে বি এস এফ নিয়ে এসেছে। গ্রামবাসীরা থানার মধ্যেই বি এস এফ এর উপর চড়াও হোন। এই ক্ষোভ দেখে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ বি এস এফ জওয়ানদের থানার ভেতরে নিয়ে যায়। জিতেন বাবুর বিরুদ্ধে বি এস এফ মিথ্যা মামলা করে। বর্তমানে যা' বিচারাধীন আছে।

তথ্যানুসন্ধানী দল, কোয়েলী গাঙ্গুলী, আলতাফ আহমেদ, শর্মিষ্ঠা রায়, মৌতুলি নাগ সরকার

রিপোর্ট

রিপোর্ট: পানিহাটি শাখা

এ পি ডি আর পানিহাটি শাখার ধারাবাহিক কর্ম্মসূচী

৮ এপ্রিল, ২০২৪, পানিহাটি পৌরসভায় ডেপুটেশন

পরিবেশের স্বার্থে জলাশয় এবং জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনের ডাক দিয়ে পানিহাটি পৌরসভায় শাখার পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পৌরসভা প্রাঙ্গণে শাখার সদস্যগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমায়েত হয়েছিলেন। পরিবেশ-প্রাসঙ্গিক স্লোগানে-স্লোগানে চত্বর মুখরিত হয়েছিল।

আমাদের দাবি ছিলঃ ১) সমস্ত জলাশয় এবং জলাভূমি বোজানো রুখতে পৌরসভাকে দায়িত্ব নিতে হবে। ২) পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্দেশীয় মৎস্য আইন ১৯৮৪ (সংশোধিত ২০০৮ ও ২০১৪)'র ১৭-এ ধারা অনুসারেঃ ১) যে-কোনও পরিমাপের জলাশয় বা জলাভূমি বোজানো জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। যে বা যারা ভরাট করছে তাদের নিজ ব্যয়ে ঐ জলাশয় বা জলাভূমিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে। ভরাটকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩) পানিহাটি পৌরসভার অধীন সমস্ত জলাশয় ও জলাভূমির মানচিত্র প্রকাশ করতে হবে।

বিক্ষোভ কর্ম্মসূচীর শেষে পৌরপ্রধানের কাছে আমাদের দাবি-সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। এই ডেপুটেশনের প্রতিক্রিয়াতেই পৌরসভার পক্ষ থেকে ১২টি জলাশয়ের সামনে ভরাট বিরোধী বিজ্ঞপ্তি টাঙানো হইয়। আপাটট এই জলাশয় বোজানোর উদ্যোগ বন্ধ আছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন, উদযাপন

পরিবেশ ধ্বংসের রাজসূয় যজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ১৬ জুন, এবং ২৩ জুন, ২০২৪-এ পানিহাটি জুড়ে প্রচার অভিযান চলে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ভরাট হয়ে যাওয়া সমস্ত জলাশয় ও জলাভূমি পুনর্খননের দাবি'র সঙ্গে পরিবেশ-প্রকৃতি রক্ষায় দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার ডাক দেওয়া হয়েছে, এই প্রচার অভিযানে। অভিযানে অংশ নিয়েছিল, এপিডিআর পানিহাটি শাখা, সোদপুর বিজ্ঞান চেতনা এবং আহ্বান সাংস্কৃতিক সংস্থা। ছ'টি টোটো, সাইকেল, মোটর সাইকেলে ভ্রাম্যমান এই প্রচার অভিযানে ৫০ অধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রাসঙ্গিক প্রচার পত্র বিলি করা হয়। এলাকা জুড়ে প্রায় ৩০০ পোষ্টার লাগানো হয়।

জনমানসে এই উদ্যোগে প্রভূত সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে (টাইমস নাও, সেভেন এ নিউজ, সংবাদ খোলাখুলি) গুরুত্ব সহকারে এই সংবাদ সমাজ মাধ্যামে ও স্থানীয় পত্রিকায় প্রচারিত হয়। এই আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হিসেবে এই ধরণের সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্ব রয়েছে।

পোষ্টার

শাখার পক্ষ থেকে ১ জুলাই, ২৮ জুলাই, ৪ আগষ্ট, ১১ আগষ্ট, ২০২৪-এ পানিহাটি'র বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিবেশ বিষয়ক পোষ্টার লাগানো হয়। সদস্য-সমর্থকগণ এই

কর্ম্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

আন্দোলিত বাংলাদেশ, যুক্তি দিয়ে দেখাঃ একটি আলোচনা

২৬ আগষ্ট, ২০২৪, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এপিডিআর পানিহাটি শাখার সোদপুর ষ্টেশন সংলগ্ন বাস্তুহারা বাজারের কার্যালয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য আলোচক ছিলেন ইতিহাসবেত্তা ও শিক্ষক ভাস্কর শূর। শাখার সদস্যদের মধ্যে সাথী রমেণ মালাকার, নেপাল রায় এবং শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রবীণ সাথী মধুসূদন ধরও আলোচনা করেন। যদিও বক্তার বক্তব্যের অনেকাংশের সাথেই উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলী সম্মত হননি। তাঁদের সমস্বর ছিল, যে-কোনও ধর্মীয় মৌলবাদই সমাজে সমান বিপজ্জনক। এক মেরু সমালোচনার প্রবণতা শ্রোতারা গ্রহণ করেননি। কিন্তু ধৈর্য্য যথাযথ সম্মান ও সমিতির নীতিগত পরমত সহিষ্ণুতার মনোভাব নিয়ে সাথী সভাপতি অলোক দাস সভাটি পরিচালনা করেন। এবং শ্রোতারা তাঁর বক্তব্য শোনেন। খোলা মনেই আলোচনা হয়েছিল।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) পানিহাটি শাখা, দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

ত্রয়োদশতম দ্বি-বার্ষিক (একবিংশতিতম) সম্মেলন, নেতাজী ভবন, সুখচর-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে, ১৪ জুলাই, ২০২৪, রবিবার। ৬০ জন সদস্য-প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষ থেকে শাখার দু'জন বরিষ্ঠ প্রতিনিধি তথা শাখার সভাপতি ধীরাজ সেনগুপ্ত ও অলোক দাস ছাড়াও সোমনাথ বসু উপস্থিত ছিলেন। শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন সভাপতি ধীরাজ সেনগুপ্ত, সম্পাদক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অলোক দাস, ভূপেন সরকার, তুফান চক্রবর্ত্তী, অশোক মজুমদার, কাঞ্চন সরকার ও অধিকার আন্দোলনের প্রমুখ কর্ম্মীবৃন্দ।

এই সম্মেলন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে, লোকপ্রিয় কবি ও গণসঙ্গীত শিল্পী গদর, এপিডিআর-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ ভট্টচার্য্য, সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ গাঙ্গুলি, সনৎ রায় চৌধুরী, সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্থবির দাসগুপ্ত, সাংস্কৃতিক কর্ম্মী মীরজাফর গোস্বামী (শুভঙ্কর মুখার্জ্জী) পিইউসিএল-এর অন্যতম সংগঠক দেবাশীষ আইচ, মণিপুর জাতি দাঙ্গায় নিহত সাধারণ মানুষ, প্যালেস্টাইন-ইজরেল ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত অসংখ্য মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছেন এমন মানুষদের।

শাখার সভাপতি তথা প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ধীরাজ সেনগুপ্ত সম্মেলনে স্বাগত ভাষণে, পুলিশি নির্যাতন এবং সব ধরণের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে ও নতুন দন্ড সংহিতার বিরুদ্ধে এবং পরিবেশ আন্দোলনকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানান। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসেবের উপর ১০ জন প্রতিনিধি গঠনমূলক আলোচনা করেন। কিছু সংশোধনী ও প্রস্তাব সহ প্রতিবেদন ও হিসেব সর্ব্ব সম্মতভাবে গৃহিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সোমনাথ বসু মানবাধিকার আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করার উপর জোর দেন।

২০২৪-২০২৬ দ্বি-বর্ষের জন্য ১৯ জনের কমিটি নির্বাচন হয়। সভাপতিঃ ধীরাজ সেনগুপ্ত, সম্পাদকঃ তুফান চক্রবর্ত্তী, সহ-সম্পাদকঃ কাঞ্চন সরকার-নেপাল রায়, কোষাধ্যক্ষঃ বনানী দেব।

ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সম্মেলন স্ফলভাবে সম্পন্ন হয়।

আর জি কর মেডিকেল-হাসপাতালে তরুণী ছাত্রী-চিকিৎসক তিলোত্তমা ধর্ষণ-খুনে প্রতিবাদী মিছিল ও যৌথ কর্ম্মসূচী

৯ আগষ্ট,২০২৪, গভীর রাতে সোদপুরের বাসিন্দা প্রশিক্ষণরত তরুণী চিকিৎসক (চেষ্ট মেডিসিন) তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র কলকাতা শহরের অন্যতম সেরা সুপার স্পেশালিটি আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চেষ্ট মেডিসিন বিভাগের সেমিনার রুমে নৃশংস ভাবে ধর্ষিত হয়ে খুন হ'ন। (মতান্তরে খুন করে ধর্ষণ করা হয়) এই ধর্ষন-খুনে প্রথম থেকেই কলকাতা পুলিসের আচরণ সন্দেহজনক ছিল। এবং বহু ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ বিভিন্ন সঙ্গত প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

এই নারকীয় হত্যাকান্ডের বিচার চেয়ে রাজ্য ও দেশের সীমানা অতিক্রম করে জন জাগরণ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনার আবহে জন্ম নেওয়া রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারদের নিয়ে গঠিত ওয়েষ্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের আহ্বানে রাজ্য জুড়ে সব ধরণের প্রতিবাদ কর্ম্মসূচীতে শাখার পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল।

গত ১২ আগষ্ট ২০২৪ এপিডিআর পানিহাটি শাখার পক্ষ থেকে আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক-ছাত্রী কর্মরত অবস্থায় ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে সোদপুর এইচ বি টাউন মোড়ে বিক্ষোভ কর্ম্মসূচী পালিত হয়। পরে অন্যান্য সমমনস্ক সংগঠনের কর্ম্মী-সমর্থকদের

উপস্থিতিতে শাখার পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল এইচ বি টাউন থেকে নাটাগড় কদমতলা বাজারে নির্যাতিতা তরুণীর বাড়ির সামনে পর্যন্ত যায়। কদমতলা বাজারে পথসভা হয়। সভার শেষে প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি সহ মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত ন্যায় বিচার সম্পন্ন করার দাবিতে এই প্রতিবাদ কর্ম্মসূচী মুখরিত ছিল। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত যোগদান এবং আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের আপ্লুত করেছে।

আলোচনা সভা

বিষয়ঃ তিনটি নতুন ফৌজদারী আইন পুলিশের হাতই কী শক্ত হলো না!

পানিহাটি শাখা আয়োজিত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, সোদপুর হাই স্কুল অডিটোরিমে দন্ড সংহিতা নিয়ে এক অনবদ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো।

তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ ও আইনের পরিসর থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘন, অভিযুক্তের ন্যায় পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চনা, এমন দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন এই দন্ড সংহিতা আইন-যে কতটা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী , এই বিষয়গুলি নিয়ে বক্তাগণ মনোগ্রাহী আলোচনা করেন।

আলোচনা সভার প্রস্তাব

৯ আগষ্ট, '২৪ গভীর রাত কৃতি ছাত্রী-চিকিৎসক তিলোত্তমার ধর্ষণ-খুনের অভিঘাতে আমাদের রাজ্য সহ গোটা দেশ এবং বিদেশেও মানুষ প্রতিবাদ করেছে। স্বতস্ফুর্ত উত্তাল এই আন্দোলনে রাজ্য এবং কেন্দ্রের প্রশাসন হতচকিত হয়েছে, ভাবতে বসেছে। লক্ষ কণ্ঠের একই স্বর, বিচার চায় আর জি কর। বিচার কে দেবে? রাজ্য প্রশাসন, সি বি আই, কলকাতা পুলিশ, সুপ্রীম কোর্ট! সবাই উদাসীন।

এপিডিআর পানিহাটি শাখাড় ৬ জন সদস্যের প্রতিনিধি দল প্রত্যক্ষ করেছে, কীভাবে শাসক দলের লোকজন এবং পুলিশ বজ্র আটুনি দিয়ে ঘিরে রেখেছে তিলোত্তমার বাড়ি! যাতে পরিবারের সদস্যগণ কোনও অনুসন্ধানী দল বা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি না-হতে পারে। বোঝা যাচ্ছে, প্রশাসন কাউকে এবং কিছু আড়াল করতে চাইছে।

এপিডিআর মনে করে নির্ভয়া কান্ডের পর ধর্ষণ রুখতে আইন আরও কঠোর হয়েছে। কর্ম্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে 'বিশাখা গাইড লাইন্স' হয়েছে। তবুও দেশ জুড়ে ধর্ষণ কমানো যায়নি। নতুন ভারতীয় 'ন্যায় সংহিতা' আরও কঠোর হয়েছে। মৃত্যু দন্ড রাখা হয়ছে।

মৃত্যু দন্ড এর সমাধান নয়, এপিডিআর বহুদিন থেকে বলে আসছে। আসলে চায় মানসঌইক স্বাস্থ্যের বিকাশ। এই প্রশ্নে সমিতির দাবিঃ ১) প্রকৃত অপরাধীর দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার প্রক্রিয়াড় আওটায় আণটে হবে। ২) ভয়ঙ্কর এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জড়িত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে হবে। ৩) কর্ম্মক্ষেত্রে নারীদের জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ৪) বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত করতে হবে। ৫) স্বাস্থ্য দপ্তরে একজন ঔূর্ণ সময়ের মন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে।

বিষয়ের উপর বক্তাব্য রাখেনঃ বিশিষ্ট আইনজীবী জ্যন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সহ সভাপতি মানবাধিকার কর্ম্মী অধ্যপক সঞ্জীব আচার্য্য এবং পরিবেশ ও সমাজ কর্ম্মী নব দত্ত। সভায় সভাপতিত্ব করেন শাখার সভাপতি ধীরাজ সেনগুপ্ত।

সভাপতি স্বাগত ভাষণে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইনের যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে সেটা যে পুলিশ রাষ্ট্রের প্রথম পদক্ষেপ তিনি সেই আশঙ্কা প্রকাশ করেন। মানবাধিকার কর্ম্মীদের এই আইনের বিরোধিতা করে সরব হওয়ার আহবান জানান।

এপিডিআর-এর কর্ম্মী-সমর্থকদের সংগঠিত জমায়েত

আর জি কর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের নির্য্যাতিতা তরুণী অভয়ার পরিবার ৮ আগষ্ট থেকে ১৩ আগষ্ট, '২৪ দুর্গোৎসবের দিঙ্গুলিতে অভয়ার স্মরণে প্রজ্জ্বলিত মোমবাতির অনির্বাণ শিখার সামনে তাঁদের পরিবারের সকলে অবস্থানে বসেন। নীরব ছিল তাঁদের প্রতিবাদ, অথচ মুখরিত হল সমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষ। পানিহাটি শাখার সদস্য-সমর্থক এবং ৯ অক্টোবর সেখানে উপস্থিত হয়ে অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে এক অনাড়াম্বর স্মরণ অনুষ্ঠান পালন করে।

তিলোত্তমা ধর্ষন-খুনের ন্যায় বিচারের দাবিতে এ পি ডি আর পানিহাটি শাখা ও নিমত-বেলঘরিয়া শাখার কর্ম্মী-সমর্থকদের ১২ ঘন্টার প্রতিকী অনশন।

তিলোত্তমা ধর্ষণ খুনের ন্যায় বিচারের দাবি ও জনস্বার্থে সুষ্ঠ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জুনিয়র ডাক্তাদের আন্দোলনের সংহতি জানাতে সোদপুর নাটাগড় ভোস্বলার মোড়ে এ পি ডি আর, পানিহাটি ও বেলঘরিয়া-নিমতা শাখার ৯ জন সদস্য-সমর্থক গত ১১ অক্টোবর, ২০২৪ শক্রবার অষ্টমীর দিনে সকাল ৯ 'টা থেকে রাত ৯ 'টা পর্য্যন্ত প্রতিকী অনশন করলেন।

সন্ধ্যায় অনশনকারী সহযোদ্ধাদের কুর্ণিশ জানাতে কথা, গান ও কবিতা দিয়ে স্বতঃস্ফুর্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে। সমাপ্তিপর্ব্বে অনশন মঞ্চের অনতিদূরে অভয়ার প্রিবারের অবস্থান মঞ্চে প্রজ্জ্বলিত মোমবাতিসহ সুশৃঙ্খল মৌন মিছিল গিয়ে তিলওত্তমার স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের অভূতপূর্ব্ব সাড়া পড়ে। ন্যায় বিচার আদায় করার সংগত সংকল্প তাঁদের শরীরী ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছিল।

সমাজের সর্ব্ব স্তরের মানুষ অনশন মঞ্চে এসে সংহতি জ্ঞাপন করে গেছেন। সেই বিশিষ্ট জনদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম, রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারী আন্দোলনের নেতা মলয় মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শৈবাল সিংহ সাংবাদিক বিপ্রতীপ রায় প্রমুখ।

এই অনশন কর্ম্মসূচী নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে এলাকার মানুষের অকুন্ঠ সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। এই আন্দোলনের এটাই শক্তি। সবাই আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বই-এর আসর ও দ্রোহের গ্যালারি

ঘোলা বাসস্ট্যান্ডে ১০ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বঢ়, ২০২৪, পর্য্যন্ত জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে এ পি ডি আর পানিহাটি শাখা আয়োজিত বই-এর আসর বসে ছিল। পাঠকদের স্বতস্ফুর্ত এবং অভূতপূর্ব্ব সাড়ায় জমে উঠেছিল বই-এর আখড়া। গান, কবিতা ও আড্ডায় বুক্সটল প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। ভাল বই সংগ্রহের জন্য এবং ভাল বই-এর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বইপ্রেমী মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

বুকস্টলের সংগে ছিল অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলন পরবের ক্যামেরাবন্দি মুহূর্তগুলি ও হাতরাস, উন্নাও কাঠুয়া মণীপুরের নারী নির্যাতনের ঘটনাবলী ও আদানির বে-সরকারী কয়লাখনির জন্য ছত্তিশগড়ে হাসদেও অঞ্চলের অরণ্যের ধ্বংস করে দেওয়ার ছবি এবং এর বিরুদ্ধে ভূমিপুত্রদের লড়াইয়ের প্রামাণ্য তথ্যচিত্রের প্রদর্শন। এই তথ্যচিত্র প্রদর্শনের সামনে উৎসুক জনতা ভিড় জমিয়ে ছিল এবং প্রতিটি আন্দোলের প্রতি যেন সংহতি জ্ঞাপন করছেন।

রিপোর্টঃ গড়িয়া শাখা

১৭ নভেম্বর, ২০২৪, ৪৫ বি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন অঞ্চলে বিকাল ৪ 'টের সময় এ পি ডি আর গড়িয়া শাখার উদ্যোগে এক প্রতিবাদী পথসভার আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল, রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদী রাজনৈতিক ও গণআন্দোলনের কর্ম্মীদের ওপর এন.আই.এ এবং এস.এফ.টি -এর সন্ত্রাস, নাগরিকদের স্বাধীন মতপ্রকাশের ওপর পুলিশ প্রশাসনের হামলা ও রাজ্যজোড়া থ্রেট কালচার।

সভায় প্রতিবাদী বক্তব্য রাখেন এ.পি.ডি.আর এর বন্ধুরা। সংগীত পরিবেশন করেন সুরজিৎ সাহা, আবৃত্তি পরিবেশন করেন মিতালি সেন এবং সুনীল মন্ডল। অনুষ্ঠানের শেষে নাটক পরিবেশন করেন জনগণমন নাট্য দল। পথনাটক 'কসাই' অভিনীত হয়। সভা সঞ্চালনা করেন, কবীন্দ্র নাথ ব্যানার্জি।

রিপোর্টঃ কালনা-সমুদ্রগড় শাখা

এপিডিআর, কালনা সমুদ্রগড় শাখার উদ্যোগে বিদ্যানগর বাজারে ২৩ সে নভেম্বর'২৪, বিকেল ৪'টের সময় একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল রাজ্যজুরে নারী নির্যাতন, থ্রেট কালচার ও লাগাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধি।

বক্তব্য রাখেন এপিডিআর-এর রাজ্য সহ-সভাপতি তাপস চক্রবর্ত্তী , রাজ্য সহ-সম্পাদক জয়দেব দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য অমল রায়, কৃষ্ণনগর শাখার সদস্য অমিতাভ সেনগুপ্ত টুবাই এবং শাখার সদস্য বিদ্যুৎ বালা। বক্তারা উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি ছাড়াও রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল হাকিকত তুলে ধরেণ। এছাড়াও জল, জঙ্গল, জমির উপর কর্পোরেট লুঠ নিয়ে বিস্তারিত বলেন বক্তারা।

রিপোর্টঃ নদীয়া জেলার শাখাগুলির কর্ম্মসূচী

নাকাশিপাড়া শাখা

নাকাশিপাড়া শাখা -১৭ নভেম্বর, '২৪, জনস্বাস্থ্যের দাবি নিয়ে নাকাশিপাড়ার শাখার উদ্যোগে বেথুয়াডহরী হাসপাতালে পোষ্টার লাগানো হয়। বেথুয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে যে যে পরিষেবা সুনিশ্চিত করার কথা ,তা কার্যকরী করতে হবে।

বিষয় ছিল—

* হাসপাতালে দালাল চক্র বন্ধ করতে হবে। * হাসপাতালে ডাক্তারবাবুদের জেনেরিক নামে ওষুধ লিখতে হবে।* হাসপাতালে ২৪×৭ ঘন্টা ডাক্তারবাবুদের থাকতে হবে এবং

হাসপাতালে ভর্ত্তি থাকা রোগীর পরিবারের সাথে দেখা ও কথা বলতে হবে। * বেথুয়া হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ, ভ্যাকসিন ও ইঞ্জেকশন রাখতে হবে। * খাতা কলমে নয়, বাস্তবে ব্লাড ব্যাঙ্ক চালু রাখতে হবে।

কৃষ্ণনগর শাখা

১) ৬ অক্টোবর,'২৪, জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের সমর্থনে এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও দিশা নিয়ে প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন, ডঃপূণ্যব্রত গুণ (সিনিয়র চিকিৎসক, সমাজকর্মী), চন্দ্রমৌলী ঝা (জুনিয়র ডাক্তার) ও অনুরাগ মৈত্রেয়ী (সমাজকর্মী) ও অন্যান্যরা।

২) 'প্রতিবাদ-ই উৎসব 'এই মর্ম্মে দুর্গাপূজোয় বুক স্টল দেওয়া হয় ৯ থেকে ১১ অক্টোবর, ২০২৪, । তিন দিনব্যাপী চলা এই বুকস্টলের শেষদিন ১১ নভেম্বর, জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন কর্ম্মসূচীর সংহতিতে বারো ঘন্টা অনশন কর্ম্মসূচী রাখা হয় বুকস্টল থেকেই।

৩) ১৬ ই অক্টোবর, '২৪ কৃষ্ণনগরে নাবালিকা ছাত্রীর হত্যা (বা আত্মহত্যা)'র ঘটনার বিরুদ্ধে তথ্যানুসন্ধান ও প্রতিবাদ সভা হয়।

৪) ২২ অক্টোবর, '২৪ সি ও এম এইচ ডেপুটেশনের দাবিগুলি নিয়ে সি ও এম এইচ অফিসের সামনে পোষ্টার লাগানো হয়।

৫) ২৩ অক্টোবর,'২৪ আর জি কর হাসপাতালে কর্ম্মরত চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে চলমান জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের হাত ধরে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সার্বিক কিছু দাবি নিয়ে জেলা হাসপাতালে সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে সি ও এম এইচ এর কাছে ২৩ অক্টোবর ২০২৪ বুধবার দুপুর ২'টোয়, কৃষ্ণনগর শাখার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যৌথভাবে মিছিল ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

দাবিগুলি ছিল

১) ওয়ার্ডে ভর্ত্তি রোগীর পরিজনদের সাথে সারাদিনে অন্তত দুইবার ডাক্তারকে দেখা করতে হবে। জেলা হাসপাতালের সি সি ইউ তে ২৪শ্র৭ ঘন্টা ডাক্তার থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে। সি সি ইউ ও ডায়ালিসিসের বেড সংখ্যা বাড়াতে হবে। দৈনিক আউটডোর ও ইনডোরে চিকিৎসায় দায়িত্বপ্রাপ্ত (alloted duty of the doctors) চিকিৎসকের নামের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

২) সাপে ও কুকুরে কামড়ানো জলাতঙ্কের ওষুধ, প্রতিষেধক, অ্যান্টিরেবিস ভ্যাকসিন, অ্যান্টিভেনাম সিরাম, টিবির ওষুধ সহ জীবনদায়ী ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ সরকারি জেলা হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রাখতে হবে। ব্লক হাসপাতালগুলিতে নিয়মিত একজন চিকিৎসক থাকতে হবে এবং অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩) ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের মজুত জনসমক্ষে এবং পোর্টালে প্রকাশ করতে হবে। জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত না-পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকে অন্য ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) রোগীর পরিজনদের অসুবিধা ও অভিযোগ জানানোর জন্য জেলা হাসপাতালে অভিযোগ জানানোর নির্দিষ্ট কক্ষ (grievence cell) থাকতে হবে।

৫) ব্লকস্তরে পূর্ণাঙ্গ প্রসূতিবিভাগ থাকতে হবে।

৬) জেলা হাসপাতাল সহ সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শূন্যপদ স্থায়ী কর্ম্মী দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।

৭) সমস্ত সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বচ্ছতার জন্য জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে

৮) ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯) সর্বোপরি, স্বাস্থ্য মৌলিক অধিকার- এই স্বীকৃতি সাপেক্ষে সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে সর্ব সাধারণের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২৫ শে অক্টোবর,'২৪ আই এম এ আমন্ত্রিত সভায় শাখার পক্ষ থেকে দুইজন সদস্য অংশগ্রহণ করে। ৪ নভেম্বর,'২৪, জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের 'দ্রোহের আলো জ্বালো' আহ্বানের প্রতি সংহতি জানিয়ে আর জি কর কান্ডে দোষীদের শাস্তি ও নিহত চিকিৎসকের বিচারের দাবিতে রাস্তা লেখা ও মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। নভেম্বর নাকাশিপাড়া শাখার পোস্টারিং কর্ম্মসূচীতে দু'জন সদস্য অংশ নেন।

এপিডিআর-এর মুখপত্র
'অধিকার' পড়ুন ও পড়ান

হুগলী জেলা কমিটি ও শাখাগুলির কার্য্যাবলীর প্রতিবেদন

০৭/০৯/২০২৪ চক বাঁশবেড়িয়ায় কলবাজারে এক তরুণীর ধর্ষণের ঘটনার ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়া শাখার তথ্যানুসন্ধান।

১৫/০৯/২০২৪ শ্রীরামপুর শাখা আয়োজিত 'যতীন লাহিড়ী স্মারক বক্তৃতা' (বক্তা- অভিজিৎ দত্ত বিষয়- মানবাধিকারের প্রেক্ষিতে ভারতের তিনটি ফৌজদারী আইন) উপস্থিত ছিলেন ৬২ জন শ্রোতা।

২০/০৯/২০২৪ সাহাগঞ্জে জুপিটার ওয়ার্কসের সুপারভাইজার পাপ্পু দাসের গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনার চুঁচুড়া শাখার তথ্যানুসন্ধান

২১/০৯/২০২৪ চুঁচুড়া শাখার সভাপতি দেবাশীষ গুপ্তের স্মরণ সভা

০৫/১০/২০২৪ গণপিটুনিতে মৃত সাহাগঞ্জে জুপিটার ওয়ার্কসের সুপারভাইজার পাপ্পু দাসের স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

০৯/১০/২০২৪ ভাবাদীঘিতে ভাবাদীঘি বাঁচাও সহযোগী মঞ্চের বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ

১১/১০/২০২৪ জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের সমর্থনে জেলা কমিটির উদ্যোগে ১২ ঘণ্টার অনশন-অবস্থান (অনশনকারী-১৬, উপস্থিতি- ১০৫)।

১৬/১০/২০২৪ কুমোরপাড়ায় লক্ষ্মী প্রতিমা ভাঙার ঘটনার চন্দননগর শাখার তথ্যানুসন্ধান।

২৬/১০/২০২৪ আজকে 'তিলোত্তমার মর্মান্তিক মৃত্যু, জন সমাজের আন্দোলন এবং নাগরিক সমাজের দায়িত্ব' শীর্ষক গণ কনভেনশনের জন্য রিষড়া দাঁ বাড়ী অনেকদিন আগেই বায়না করা সত্ত্বেও ২৫/১০/২০২৪ তারিখে বেলা ১১টায় দাঁ এস্টেটের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে তারা নানা চাপের কারণে সভা করতে দিতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে কনভেনশন স্থগিত করে, রিষড়া চারবাতি মোড়ে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে পথসভা।

২৭/১০/২০২৪ উত্তরপাড়া- কোন্নগর শাখার আলোচনা সভা বিষয় (১) মৃত্যুদন্ড কি খুন ধর্ষণ কমায়? (বক্তা- সোমনাথ বসু), (২) ধর্ষণ রাষ্ট্র ও সমাজের ভূমিকা (বক্তা- রিমঝিম সিনহা) (উপস্থিতি ১০৫)।

২৪/১১/২০২৪ চন্দননগরে হরিপদ মুখার্জী স্মারক বক্তৃতা-২০২৩ (বক্তা- মোহিত রণদীপ, বিষয়- দ্রোহকালের মন) উপস্থিত ছিলেন ৫২ জন।

০১/১২/২০২৪ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসকে সামনে রেখে চুঁচুড়া শাখার পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৫টায় পথসভা হয় হুগলী কৃষ্ণপুর বাজারে। দ্বিতীয় পথসভা হয় চুঁচুড়া পিপুলপাতি মোড়ে। বক্তা ছিলেন, চৈতালী দাস, রাজেশ শেঠ, অমল কৃষ্ণ রায়। সঞ্চালনা করেছেন, সমীরণ মীল।

রিপোর্টঃ মুর্শিদাবাদ জেলা

জাস্টিস ফর সাবির মল্লিক কর্ম্মসূচীকে সামনে রেখে বহরমপুরে টানা দুই দিন ধরে অনশন অবস্থান

দক্ষিণ ২৪ পরগনা নিবাসী পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিককে হরিয়ানায় গোরক্ষা বাহিনীর হাতে খুনের বিচারের দাবিতে গত ১৫-১৬ সেপ্টেবর, ২০২৪ এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে টেন্ট খাটিয়ে ব্যাপক দুর্যোগের মধ্যেও টানা দুই দিনব্যাপি অনশন-অবস্থান করে। এই অনশন অবস্থানে সাবির মল্লিকের পিতাও ছেলের খুনের বিচারের দাবিতে উপস্থিত ছিলেন।

সাবির, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত এলাকা ক্যানিংয-এর বাসন্তী বাজারের একজন কর্মঠ যুবক। এলাকায় কোনও কাজ না-পেয়ে হরিয়ানায় গিয়েছিল কাজ করতে। সেখানে গোমাংস খাওয়ার সন্দেহে তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। হাজার-হাজার পরিযায়ী শ্রমিক এই বাংলা, এই মুর্শিদাবাদ থেকে অন্য রাজ্যে কাজ করতে যায়। প্রায়ই শোনা যায়, তাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বলার দোষে কখনো বাংলাদেশী নামে, মুসলমান ধর্ম পরিচয়ের কারণে, কখনো সন্ত্রাসবাদী নামে, কখনো নাগরিকত্বের পরিচয় দেখতে চাওয়ার নামে একের-পর-এক পরিযায়ী শ্রমিকের ওপর অত্যাচার অব্যাহত। কিছুদিন আগেই উড়িষ্যার ভদ্রকে নাগরিকত্বের পরিচয় দেখার নামে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের পরিযায়ী শ্রমিকদের পেটানো হলো। সম্প্রতি মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিকও মধ্যপ্রদেশে খুন হয়েছেন। আকলাখ, জুনায়েদের মতই গোমাংস খাওয়ার সন্দেহে খুন হল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিক। একই ঘটনা মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের সাথেও যে কোনও সময়ে

ঘটতে পারে! নিরাপত্তা কোথায়? কে দেখবে পরিবার, ছেলেমেয়ে?

লকডাউনের সময় মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের সাথে কী-রকম পশুর মত ব্যবহার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যার গল্প শোনায়। অন্যদিকে, বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা বিভিন্ন রাজ্যে বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে। কিছু ধর্মীয় ধ্বজাদারি গুন্ডা নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনের। তারাই ঠিক করে দিচ্ছে কে, কী খাবে! বেছে-বেছে টার্গেট করে বাঙালি মুসলমান পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ নামছে। আক্রমণকারীদের কোনও বিচার নেই। কোন শাস্তি নেই। কতদিন আর সাধারণ পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন নিয়ে এই পুতুল খেলা চলবে!

সাবির হত্যার পর তার পরিবারকে একটা অস্থায়ী চাকরি দেওয়া হল। সামান্য দুই লাখ টাকা পরিবারের হাতে গুঁজে দিয়ে দায় সেরে দেওয়া হলো। একজন কর্মঠ যুবকের হত্যার মূল্য, জীবনের মূল্য, একটি অস্থায়ী চাকরি ও সামান্য ২ লাখ টাকা? এটা অন্যায়। পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর নামে রাজ্য সরকারের ভিক্ষার দান। তাই, সাবির মল্লিকের খুনের বিচার চেয়ে এপিডিআর আন্দোলনে সামিল হয়েছে। নিজেদের, আপনজনদের নিরাপত্তার দাবি জোরদার করতে চাইছে। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে। অনশন- অবস্থান করছে। অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া মুর্শিদাবাদের সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনের অধিকারের দাবিতে মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে তুলছে।

দুই দিনের এই অনশন-অবস্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্যদের সাথে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেন। অনশন-অবস্থানে দুই দিন ধরে বক্তব্য, গান, আবৃত্তি, নাটক চলতে থাকে। জেলা ও বহরমপুরের নানা সংগঠন এই অনশন-অবস্থানে অংশগ্রহণ করে। বিশেষভাবে এপিডিআর, পিস, ওবিসি সংরক্ষণ অধিকার রক্ষা মঞ্চ, এনআরসি বিরোধী সংহতি, সিপিডিআর (এস), সাম্প্রদায়িক বিরোধী মঞ্চ (সাবিম) এই অবস্থানে যোগ দেয় ও বক্তব্য রাখেন। অনশন অবস্থানের প্রথম দিনে ভারভারা রাও এর লেখা কষাই নাটকটি উপস্থাপন করে জনগণমন নাট্য দল। দ্বিতীয় দিন, অনশন-অবস্থান শেষ হওয়ার আগে জেলার একটি আদিবাসী টিম ধামসা, মাদল নিয়ে নিজেদের জীবনের লড়াই ও প্রতিবাদের গান শোনায়। অবস্থানে বক্তাদের আলোচনার মধ্যে অভয়ার বিচারের দাবিতে আরজিকর আন্দোলনের কথা ঘুরে ফিরে আসে। নিম্নলিখিত দাবিগুলোকে সামনে রেখে একটি বক্তব্য সমেত অনশন অবস্থানেই প্রেস কনফারেন্স করা হয়।

দাবিসমূহ

১) সাবিরের খুনিদের বিচারের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। এ-ধরণের প্রতিটি ঘটনায় উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

২) সাবিরের স্ত্রীকে রাজ্য আথবা কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি স্থায়ী চাকরি ও অন্তত ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩) এ-রকম ঘটনা যে পরিযায়ী শ্রমিকের সাথে ঘটবে তার পরিবারকে একইভাবে রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারকে স্থায়ী চাকরি ও ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪. অন্য রাজ্যে কাজে যাওয়া মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিটি পরিযায়ী শ্রমিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে।

এপিডিআর বহরমপুর শাখা আয়োজিত তিন দিনের বইয়ের স্টল

আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারের খুন ও ধর্ষণের বিচারের দাবিতে যখন সারা বাংলা উত্তাল, দেশের ভবিষ্যৎ, জীবন দায়ী ডাক্তাররা যখন বিচারের দাবিতে অনশনরত, তখন বহরমপুর শাখার আয়োজিত এই বইয়ের স্টল সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলনের সাথে প্রগতির সম্পর্ককেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

কর্পোরেটের স্বার্থে জল-জঙ্গল-জমির অধিকার কেড়ে নিচ্ছে ভারত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যেকটি সরকার। যারা প্রতিরোধ করছে তাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য দেশের আধাসামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গোটা দেশ ও রাজ্যজুড়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সি এনআইএ দিয়ে প্রতিবাদী গণ আন্দোলনের কর্মীদের চরম হেনস্থা করা হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে মিথ্যা মামলা ও কালাকানুনে জেলে আটকে রেখে ভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক বন্দীদের ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলে স্টলে রাখা বইগুলো। কথা বলে স্টলে এখানে ওখানে ছড়ানো পোস্টারগুলো। কথা বলে লিঙ্গ সাম্য অর্থাৎ নারী পুরুষের সমানাধিকার এবং পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধেও। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকারকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরাই হয় বইয়ের স্টলের একমাত্র লক্ষ্য।

এপিডিআর বহরমপুর শাখার আয়োজনে দুর্গা পূজার সময় ১০,১১,১২ই অক্টোবর, ২০২৪ বৈকাল ৪টা থেকে রাত্রি ১০৩০টা পর্যন্ত বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে চৌতারা'র সামনে বইয়ের স্টল দেওয়া হয়। প্রতিদিনই বইয়ের স্টলের সাথে সাথে অভয়ার বিচারের দাবিতে আরজিকর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বহরমপুরের বিভিন্ন নাট্য সংস্থার তৈরি নতুন নাটক উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে চলে বিভিন্ন প্রতিবাদী গান। বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি নাট্য সংস্থা 'রণ' এবং 'অআকখ' প্রথম দুইদিন আরজিকর আন্দোলন নিয়ে তৈরি দু'টি নাটক উপস্থাপন করে। তৃতীয় দিন হয় প্রতিবাদী গান ও আবৃত্তি। বইয়ের স্টল ও নাটক ঘিরে এলাকার মানুষ জমেছিল ভালই।

রিপোর্টঃ কেন্দ্রীয় কর্ম্মসূচী

সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর, ২০২৪

৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুনের প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করতে তড়িঘড়ি রাজ্য বিধানসভায় ফাঁসির বিল পেশের বিরুদ্ধে ও দায়ী সকল অপরাধীর গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে বিবাদী বাগ ট্রাফিক আইল্যান্ডে দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, জন-জীবনের সর্বক্ষেত্রে 'থ্রেট কালচার' এর বিরুদ্ধে, সভা সমাবেশ ও মত প্রকাশের অধিকারে বাধা নিষেধের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা তুলে নেওয়ার দাবিতে এবং Justice for R G KAR এর দাবিতে কলেজ স্ট্রীট (মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল)-এর সামনে নাগরিক প্রতিবাদ সভাঅনুষ্ঠিত।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ভারতসভা হলে বস্তার এর বিষয়ে প্রকৃত সংবাদ পরিবেশন করা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক মালিনী সুব্রামানিয়াম 'বধ্যভূমি বস্তার' শির্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন।

৪ অক্টোবর ২০২৪, বাংলা জুড়ে প্রতিবাদী রাজনৈতিক ও গণ-আন্দোলনের কর্মীদের ওপর NIA/STF এর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কলেজ স্ট্রীট থেকে ধর্মতলা গণ-মিছিলে (যৌথ) যোগদান।

১১ অক্টোবর ২০২৪, জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের সমর্থনে রাজ্যজুড়ে প্রতীকী অনশন ও অবস্থান এর আয়োজন করে এপিডিআর-এর বিভিন্ন শাখা। কলকাতায়, পূর্ব-কলকাতা শাখা আয়োজিত সভা পুলিশ বলপূর্বক বন্ধ করে দেয়। এছাড়া, কোন্নগর নবগ্রাম জল ট্যাঙ্ক এর কাছে হুগলি জেলা, পানিহাটি-সোদপুর শাখা আয়োজিত বোমভোলার মোড়ে, কৃষ্ণনগর শাখা আয়োজিত কৃষ্ণনগর পোষ্ট অফিস মোড়ে, সোনার পুর শাখার আয়োজনে সোনারপুর মোড়ে ও ঝাড়গ্রাম শাখার আয়োজনে সভায় উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের অনেক সদস্য।

৫ নভেম্বর ২০২৪, হাজরা মোড়ে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদী রাজনৈতিক ও গণ-আন্দোলনের কর্মীদের ওপর NIA, STF-এর সন্ত্রাস, UAPA বাতিল, দীর্ঘসূত্রী বিচার ব্যবস্থা ও চরম অমানবিক জীবনকাড়া জেল ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের দাবিতে ও JUSTICE F0R R G KAR এর দাবিতে অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক প্রতিবাদ সভা।

তথ্যানুসন্ধানঃ চন্দননগরের কুমোরপাড়ায় শিবু পালের ঠাকুরের গোলায় লক্ষ্মী প্রতিমার ভাঙ্গার ঘটনা

১৫. ১০. ২৪ তারিখ সকালে সমাজমাধ্যমে (ফেসবুক- হোয়াটস অ্যাপ) একটি খবর ছড়িয়ে পড়ে, যে, ১৪. ১০. ২৪ তারিখ রাতে চন্দননগরের ডুপ্লেক্সপটি সংলগ্ন কুমোরপাড়ায় শিবু পালের ঠাকুরের গোলায় কে বা কারা চারটি লক্ষ্মী প্রতিমার মুখ ভেঙে দিয়েছে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রসঙ্গত সমাজমাধ্যমে ছড়ানো বার্তাটিতে প্রচ্ছন্ন ধর্মীয় উস্কানিও ছিল, যে কারণে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ১৬. ১০. ২৪ তারিখ সকালে চন্দননগর এ পি ডি আর,এর পক্ষ থেকে একটি তথ্যানুসন্ধানী দল ওই এলাকায় গিয়ে শিবু পালের সঙ্গে কথা বলে। কথা বলে জানা যায়, যে শিবু (সঞ্জিৎ) পাল (৬০) ওই গোলায় বেশ কিছুদিন ধরেই প্রতিমা তৈরি করছেন। গোলার দরজায় তালা দেওয়া থাকে না, দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। দুষ্কৃতীরা অবশ্য ঢুকেছে গোলার একটি কোণের প্লাষ্টিক সরিয়ে। ঘটনা ঘটার পরের দিন অর্থাৎ ১৫.১০.২৪ শিবু নিজেই চন্দননগর থানায় গিয়ে ডায়ারি করেন। ঘটনাটির সঙ্গে ধর্মীয় ভাবাবেগ জড়িয়ে থাকায় থানা থেকে বিরাট পুলিশ বাহিনী (৩ ভ্যান) এলাকায় হাজির হয়। শিবু পুলিশকে এবং আমাদের জানিয়েছেন, যে, এলাকায় কারোর সঙ্গে তাঁর শত্রুতা নেই, কাউকে তিনি সন্দেহও করেন না। তাই এই ব্যাপারে তিনি কাউকে অভিযুক্ত করতে পারেন না। যদিও তিনি মনে করেন, কাজটি এক বা একাধিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই করেছে এবং অনিষ্ট করার জন্যই করেছে। শেষে শিবু বলেন, যে, স্থানীয় এক মজুরের সঙ্গে তাঁর বছর দেড়েক আগে ঝগড়া হয় মজুরি ও কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে। কিন্তু যেহেতু প্রমাণ নেই তাই শিবু তাঁর কথাও বলেননি। যাই হোক, প্রতিবেশী কুমোররা শিবুকে ওই চারটি ঠাকুরের মুখ তৈরি করে দেন এবং শিবু তার দুটি খদ্দেরকে দিয়ে দেন। বাকি দুটি প্রতিমা তথ্যানুসন্ধানী দল দেখেছে, যেগুলি দুপুরে ক্রেতারা এসে নিয়ে যাবেন।

ফেরত আসার আগে তথ্যানুসন্ধানী দল শিবু পালকে এপিডিআরের পক্ষ থেকে একটি যোগাযোগের নম্বর দিয়ে এসেছে, যাতে প্রয়োজনে তিনি এপিডিআরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

তথ্যানুসন্ধানী দল- অমিত ঘোষ, গৌতম মুন্সি, বাপী দাশগুপ্ত এবং সুরজিৎ সেন